আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

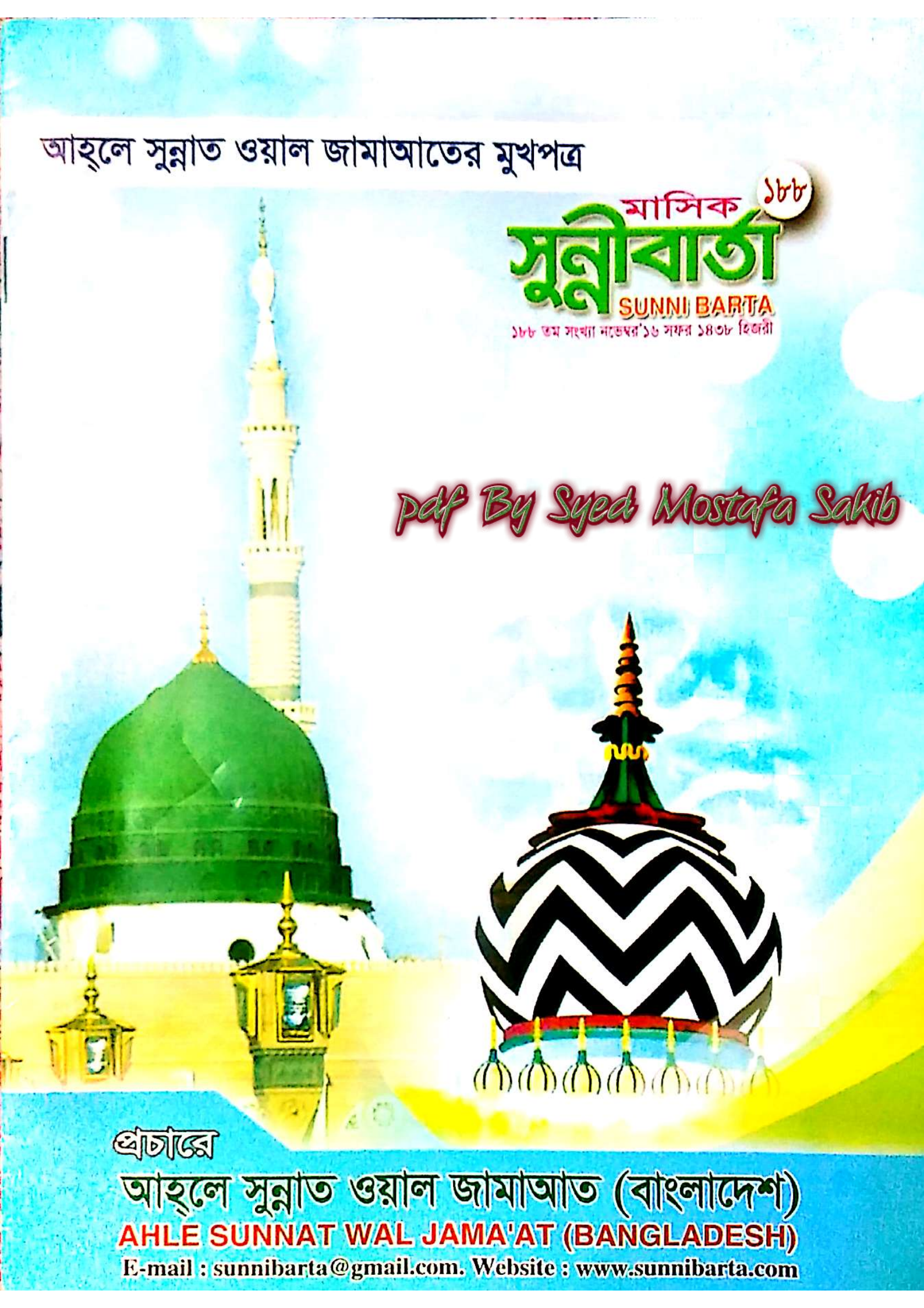

মাসিক ১৮৮

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

১৮৮ তম সংখ্যা নভেম্বর'১৬ সফর ১৪৩৮ হিজরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website : www.sunnibarta.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৯২

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, ওস্তাজুল ওলামা,
শামছুল মাশায়েখ, শায়খুল ইসলাম

অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)

এর ৭তম পবিত্র

ওরস মোবারক

তারিখ :

৩ রা ডিসেম্বর'১৬

রোজ : শনিবার

স্থান :

গাউছিয়া জলিলিয়া দরবার কমপ্লেক্স

আমিয়াপুর, পাঠানবাজার, মতলব, চাঁদপুর।

আপনারা দলে দলে যোগদান করে হুজুর কিবলার রূহানী ফয়েজ বরকত হাসিল করুন।

ব্যবস্থাপনায় ঃ মাযার কমিটি

সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ যুবসেনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক সুন্নীবার্তা SUNNI BARTA

হাদিয়া টা: ১৫.০০

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ)
এম.এম.এম.এ-বিসিএস

সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

ডঃ এ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

নির্বাহী পরিচালক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

যোগাযোগের ঠিকানা
আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোবাইল: ০১৭২০৯০৬৯৯৬
আলহাজ্ব মোঃ শাহ আলম, মোবাইল : ০১৬৭০৮২৭৫৬৮
গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা, মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩
সহযোগী ঃ মোঃ আবু তাহের, মোঃ ইয়াছিন আলী,
মোঃ আবু সাইদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ

- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম. এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ আলম
- আলহাজ্ব এ্যাডঃ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী
- কাজী মাওঃ মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
- মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান
- মোহাম্মদ হামিদুল হক শামীম (কাউন্সিলর)
- ফারুক আহমেদ আশরাফী
- এডভোকেট কামরুল হাসান খায়ের

সহযোগিতায়

- এ্যাডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন
- আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী
- আলহাজ্ব মোঃ জাকির হোসেন
- এ.কে.এম. হাবিব উল কুদ্দুস
- আলহাজ্ব আবু আক্তার ফকির
- মোঃ শহীদুর রহমান
- সুলতান আহম্মেদ
- মোঃ মফিজুর রহমান
- ইঞ্জিনিয়ার শাহ্ আলম বাদল
- মোঃ খলিলুল্লাহ্
- আলহাজ্ব মোঃ শহিদুল্লাহ্
- কাজী নুরুল আফসার বিদ্যুৎ
- আলহাজ্ব রশিদ আহ্মদ কাজল
- মোঃ শরীফ
- হাজী আলী হোসাইন জাহাঙ্গীর
- সৈয়দ মোঃ নাঈম

প্রচারে ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, বাংলাদেশ
স্বত্ত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত টাকা), কোয়াটার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website: www.sunnibarta.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) পরিচিতি ---------- ০৩

শতাব্দির মুজাদ্দিদ ---------- ০৮

আ'লা হযরত : মুসলিম সমাজ যাঁর কাছ ঋণী ---------- ১০

আ'লা হযরত চর্চা এক আন্তর্জাতিক মিশন ---------- ১৪

সূফী তত্ত্ব ও সূফী সাধনায় ফানা ও বাকা ---------- ১৯

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'র ন্যায়ভিত্তিক ভাবনা ---------- ২২

চাঁদের শেষ বুধবার আখেরী চাহার শোম্বা ---------- ২৬

ওজুতে ঘাঁড় মাসেহ করা নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান --------- ২৭

ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র ক্বাসীদা-ই-সালাম ---------- ৩১

- যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।
- যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।
- যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে কিয়ামতে তার জন্য আমি সুপারিশকারী হব।

সম্পাদকীয়

২৪ কার্তিক ১৪২৩ ❖ ০৭ সফর ১৪৩৮ ❖ ০৮ নভেম্বর ২০১৬

এ উপমহাদেশে যখন ইসলামের নামে বিভিন্ন বাতেল ফেরকা মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছিল, ঈমান আক্বিদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে ভারতের বেরেলী শরীফে জন্মগ্রহণ করেন এক মহান কলম সম্রাটের। মাত্র ১৪ বছর বয়সে এ ক্ষণজন্মা প্রতিভা এক জটিল বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে তৎকালীন বিজ্ঞ আলেমদের হতবাক করে দেন। এই মহান মুজাদ্দিদে যামান আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ব্রেলভী (রঃ) বর্তমানে রসূল প্রেমিক ও সত্য সন্ধানীদের জন্য চিন্তা-চেতনার উজ্জ্বল প্রদীপ।

তৎকালিন সময়ে ইংরেজদের মদদে নজদী-দেওবন্দী মতবাদীরা ইসলামের নামে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্তির বেড়াজালে আচ্ছন্ন করেছিল। সে নাজুক অবস্থায় তিনি নীরব থাকতে পারেন নি। ইসলামের মৌলিক ও সঠিক তত্ত্ব প্রচারে বাতিল মতবাদের বক্তব্য খন্ডনে ঝলসে ওঠে তাঁর কলম তরবারি। তিনি ৫৫টি বিষয়ে লিখেছেন প্রায় দেড় হাজারের মতো গ্রন্থ। সে কারণে বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবাল তাঁকে 'যুগের আবু হানিফা' আখ্যা দেন। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করছি ইদানিং নব্য ফিতনা সালাফিরা মারাত্মক আকার ধারণ করতে চলছে। এরা কখনো লা-মাযহাবী নামে আত্ম প্রকাশ করে। মূলত: এটি মাযহাব বিরুধী নতুন বিদআতী ফিরকা, এদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং এদের যাবতীয় ষড়ডন্ত্র রুখে দেয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আসুন আমরা আবারো জেগে ওঠি আ'লা হযরতের চেতনায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) পরিচিতি

অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ. জলিল

পরিচিতি ঃ

জন্ম ঃ ১০ই শাবান ১২৭২ হিজরী / ১৮৫৬ ইং
ইনতিকাল ঃ ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী / ১৯২১ ইং। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন- যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের দালাল বাতিল ফের্কাগুলো আরবে ও আজমে- সর্বত্র ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আকিদাসমূহের উপর কঠোর আঘাত হানা শুরু করেছিল। আরবের অভিশপ্ত নজদ প্রদেশের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ভারতীয় অনুসারীরা ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের ঈমান আকিদা বিনষ্ট করছিল, পাক-ভারত উপমহাদেশের ওহাবী আন্দোলনের ঢেউ এসে একের পর এক আঘাত হানতেছিল, ইংরেজদের সহায়তায় তারা বিরাট ধরণের দেওবন্দ ওহাবী মাদ্রাসা তৈরী করে ওহাবী মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল, তাকভিয়াতুল ঈমান, তাহযিরুন্নাছ, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বারাহীনে ক্বাতেয়া, হেফযুল ঈমান ও বেহেস্তী জেবর প্রভৃতি ঈমান বিধ্বংসী ওহাবী মতবদী কিতাবসমূহ লিখে বিদেশী অর্থানুকূল্যে ছেঁপে ঘরে-ঘরে পৌছিয়ে দেয়া হচিছল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মান মর্যাদার উপর এসব কিতাব দ্বারা জঘন্য আক্রমন পরিচালনা করা হচ্ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ঃএসব কিতাবে লিখা ছিল-"আমাদের নবীজির এলেমের চাইতে শয়তানের এলেম অধিক, নবী মরে পঁচে গলে মাটি হয়ে গেছেন, নবীজীর মর্যদা বড় ভাইয়ের তুল্য খাতামুন্নাবিয়ীন অর্থ শেষ নবী নয়, নবীজীর গায়েবী এলেমের মত এমন এলেম চতুস্পদ জন্তুরও আছে, নামাযে নবীজীর খেয়াল আসার চেয়ে গরু-গাধার খেয়াল আসা অধিক ভাল-ইত্যাদি বেদ্বীনি আকিদাসমূহ। উপরে উল্লেখিত কিতাবসমূহে এসব জঘন্য উক্তি লিখে প্রচার করা হচ্ছিল। এমন এক ঘনঘোর অমানিশা যখন উপমহাদেশের আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে সময়ে আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ ভারতের বাঁশ বেরেলীতে জন্ম গ্রহণ করেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)। ১২৭২ হিজরীতে ১০ই শওয়াল তারিখ মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ ঈসায়ী সালে ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহঃ) বেরেলীর এক খান্দানী ঐতিহ্যবাহী পাঠান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের ১ বৎসর পূর্বেই তাঁর জন্ম। সুতরাং পরবর্তী আযাদী আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষা ঃ মাত্র তের বৎসর দশ মাস চার দিনে তিনি কোরআন, হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্যসহ সমস্ত আকলী ও নকলী এলেম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ঐদিনেই তিনি আপন পিতা আল্লামা নক্বী আলী খান (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম ফতোয়া লিখে মুফতী পদে সমাসীন হন। মজার ব্যাপার -ঐ দিনেই তার উপর নামায ফরয হয়। এই পদে একাধারে ৫৫ বৎসর দায়িত্ব পালন করে ১৩৪৯ হিজরীতে ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদ ও নিজ প্রতিভার মাধ্যমে ৫৫ প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানের শাখা-প্র শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জ্ঞানের এতগুলো শাখায় বিচরণ করা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন যুগের দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা। আল্লামা ইকবাল (রহঃ) তাঁকে এই উপাধীতেই স্মরণ করতেন। দীর্ঘ ৫৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি যেসব ফতোয়া প্রদান করেছেন- সেগুলো সম্মিলিত নাম রাখা হয়েছে ফতোয়ায়ে রজভীয়া- ৩০ খন্ডে বিরাট ভলিউমে ছাঁপা হয়েছে। এর বর্তমান হাদীয়া ৩০,০০০/= (ত্রিশ হাজার) টাকা। এই দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সময়ে আ'লা হযরত জ্ঞানের ৫৫ টি শাখায় প্রায় ১৫০০ কিতাব রচনা করেছেন। আ'লা হযরতের জীবনী গবেষক ডঃ মাসউদ আহমদ বলেন শুধু হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বা টীকা গ্রন্থের সংখ্যাই ৪৬টি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র কালাম মজিদের যে অনুবাদ তিনি রচনা করেছেন-তা অতুলনীয় ও নির্ভুল। এমনকি-গতিশীল বিজ্ঞানেও আ'লা হযরতের অনুবাদের ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। তিনি অনুবাদের নাম রেখেছেন"কানযুল ঈমান" বা ঈমানের খনি। কোরআন মজিদের আকায়েদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের সঠিক অনুবাদ একমাত্র কানযুল ঈমানেই পাওয়া যায়। অন্যত্র তা খুবই বিরল। এজন্যই সৌদী সরকার কানযুল ঈমানের বড় শত্রু। কেননা, এতে তাদের কৃত অনুবাদের ও আকায়েদের অসারতা ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কানযুল ঈমানের বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে চট্টগ্রামে থেকে স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মান্নান কর্তৃক।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আ'লা হযরতের অবদান ঃ জ্ঞান তাপস আ'লা হযরত (রহঃ) বিভিন্ন ওস্তাদ ব আপন প্রকৃতিগত প্রতিভার মাধ্যমে যে সব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন- তার সংখ্যা ৫৫টি। তিনি নিজেই এসব বিদ্যার একটি তালিকা তৈরী করে ১৩২৪ হিজরীতে মক্কা শরীফের মুফতী খলিল মক্কী (রহঃ)-এর কাছে পেশ করেছিলেন এবং এগুলোর এযাযত বা অনুমতি সনদও লাভ করেছিলেন। যারা হাকিমুল উম্মত-হাকিমুল উম্মত বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং ৯০০ কিতাবের রচয়িতা বলে তাকে সমাজে বিরাটভাবে তুলে ধরতে চায়, তাদের জানার জন্যই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)-এর জ্ঞান শাখার সংখ্যা ও তার প্রণীত গ্রন্থের কিছু পরিচয় তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করছি।

আ'লা হযরতের অর্জিত বিদ্যার সংখ্যা ও তালিকা ঃ-
১.ইলমুল কোরআন, ২. ইলমুল হাদীস, ৩. ইলমে তাফসীর, ৪. ইলমে উসুলে হাদীস, ৫. ইলমে আসমাউল রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী), ৬. ইলমে ফিক্‌হ, ৭. ইলমে উসুলে ফিক্‌হ, ৮. ইলমে আকাঈদ ওয়াল কালাম (দর্শন), ৯. ইলমে ফারায়েজ, ১০. ইলমে নাহু, ১১. ইলমে সরফ,১২. ইলমে মা'আনী,১৩. ইলমে বয়ান, ১৪. ইলমে বদী,১৫. ইলমে আরুজ, ১৬. ইলমে মোনাযারা, ১৭. ইলমে মানতিক, ১৮. ইলমুল আদব (সর্ব বিষয়ের সাহিত্য), ১৯. ইলমে ফিকহে হানাফী, ২০. ইলমে জদল মহাযযব, ২১. ইলমে ফালছাফা,২২. ইলমে হিসাব (গণিত), ২৩. ইলমে হাইয়াত জোতির্বিদ্যা), ২৪. ইলমে হান্দাসা (জ্যামিতি), ২৫. ইলমে ক্বেরাত, ২৬. ইলমে তাজবিদ, ২৭. ইলমে তাসাউফ (সুফীতত্ত্ব), ২৮. ইলমে সুলুক (তরিকত জগতে ভ্রমণ), ২৯. ইলমে আখলাক, ৩০. ইলমে সিয়াম, ৩১. ইলমে তারিখ (ইতিহাস), ৩২. ইলমে লুগাত (অভিধান), ৩৩. এ্যারিস মাতী ক্বী, ৩৪. যবর ও মোকাবালাহ, ৩৫. হিসাবে সিত্তানী, ৩৬. লগারিদম, ৩৭. ইলমে তাওকীত (সময় নির্দ্ধরণ বিদ্যা), ৩৮. মুনাযারা ও মারাযাহ, ৩৯. ইলমুল আকর, ৪০.যীজাত, ৪১. মুছাল্লাছে কুরভী, ৪২. মুছাল্লাছে মোসাত্তাহ, ৪৩. হাইয়াতে জাদীদা, ৪৪. মুরাব্‌বাআত, ৪৫. ইলমে জফর, ৪৬. ইলমে যায়েরজাহ, ৪৭. আরবী পদ্য, ৪৮. ফার্সী পদ্য, ৪৯.হিন্দী পদ্য, ৫০. আরবী গদ্য, ৫১. ফার্সী গদ্য, ৫২.হিন্দী গদ্য, ৫৩. কেতাবাত বা লিখন পদ্ধতি, ৫৪. খত্তে নাস্তালীক পদ্ধতির লিখন (ক্যালিওগ্রাফী), ৫৫. তাজবীদসহ ক্বেরাত।

উপরোক্ত ৫৫টি বিদ্যায় আ'লা হযরতের পান্ডিত্যের ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ ঈসায়ী সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ যিয়াউদ্দীন সাহেব রামপুর (ইউপি) হতে প্রকাশিত দবদবা-ই-সিকান্দরী নামক পত্রিকায় চতুর্ভূজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন প্রচার করেন। আ'লা হযরত সাথে সাথে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দিয়ে অন্য একটি চতুর্ভূজ সংক্রান্ত প্রশ্ন তার উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারেন। স্যার যিয়াউদ্দীন এতে হতবাক হয়ে যান-একজন আরবী জানা আলেম কি করে এই বিদ্যা অর্জন করলেন ? এই ঘটনায় স্যার যিয়াউদ্দীন আ'লা হযরতের ভক্ত হয়ে পড়েন।

আর একটি ঘটনা। গণিত সংক্রান্ত একটি বিষয়ের সমাধানের জন্য স্যার যিয়াউদ্দীন বড় পেরেশান হয়ে পড়েন। অতঃপর প্রফেসার সুলাইমান আশরাফের অনুরোধে তিনি বেরেলী শরীফ আগমন করে অংকটি আ'লা হযরতের দরবারে পেশ করেন। আ'লা হযরত নিমিষের মধ্যে উক্ত অংকের সমাধান পেশ করে দেন।

এতে স্যার যিয়াউদ্দিন হতবাক হয়ে যান এবং এক সময় মন্তব্য করেন - "মনে হয় আ'লা হযরত এই বিষয়ে পূর্বেই গবেষণা করে সমাধান তৈরী করে রেখেছিলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে এটা জানার মত লোক নেই"। (হায়াতে আ'লা হযরত)।

জামাতে ইসলামীর তৎকালীন নায়েবে আমীর কাউছার নিয়াজী বলেন, "আমি মনে করেছিরাম - ইসলামের কোন ইলম সম্পর্কে জানা আমার বাকী নেই। কিন্তু আ'লা হযরতের ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পড়ে মনে হলো- আমি ইসলামি জ্ঞান সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি"। (আ'লা হযরত কনফারেন্স করাচী-কাউছার নিয়াজীর পঠিত প্রবন্ধ)।

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান মোহাদ্দেছ ইদ্রিস কান্দুলভী আ'লা হযরতের বিখ্যাত নাতিয়া কালাম- "মোস্তাফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম" আদ্যোপান্ত পাঠ করে ভাবাবেগে বলে উঠেন "হাশরের দিনে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) তাঁর অতুলনীয় এই একটি অনুপম কসিদার কারণেই নাজাত পেয়ে যেতে পারেন। (আ'লা হযরত করফারেন্স, করাচী-কাউছার নিয়াজীর জীবনী।)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)-এর কতিপয় গ্রন্থ পর্যালোচনা ঃ-

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) দেড় হাজার কিতাব রচনা করে অতীতের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এক একটি কিতাবের পরিধিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ও কানযুল ঈমান গ্রন্থদ্বয়ই তার প্রমাণ। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আ'লা হযরতের রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বহুল পরিচিত ও আলোচিত।

ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ঃ

১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের ফতোয়ার সমষ্টি। বর্তমানে ৩০ ভলিউমে সমাপ্ত। হাদিয়া প্রায় ৩০,০০০/= (ত্রিশ হাজার) টাক। ফিকহী মাছায়েলের এমন কোন শাখা নেই - যা ফতোয়ায়ে রিজভীয়াতে বর্ণিত হয়নি। এক একটি মাসআলার উত্তরে তিনি নির্ভরযোগ্য ফিকাহর অসংখ্য দলীল এ রেফারেন্স উল্লেখ করে প্রশ্নকৃত মাসআলার উত্তর দিয়েছেন। যে কোন দক্ষ আলেম ও মুফতী ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পাঠ করলে দলীলের সমাহার দেখে তাকে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অতি সুক্ষ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ সহকারে তিনি প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেন। ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বেহেস্তী জেওর নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা গৌরব করে- অথচ এগুলোতে শুধু সংক্ষেপেই উত্তর দেয়া আছে। দলীল খুব কমই দেখা যায়। চোখ বুঝে ভক্তরা বিশ্বাস করে নেন। কিন্তু আ'লা হযরতের প্রত্যেকটি ফতোয়ায় অসংখ্য দলীল আদিল্লা দ্বারা মাসআলাটি পরিস্কার ও বোধগম্য করে তোলা হয়েছে। এখানেই আ'লা হযরতের নিরপেক্ষতার প্রমাণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কানযুল ঈমান ঃ

কোরআন মজিদের প্রামাণিক ও তাফসলি ভিত্তিক উর্দ্দু অনুবাদ। আ'লা হযরত বিষয় ভিত্তিক আয়াতসমূহের একটি পৃথক তালিকা উক্ত অনুবাদে সংযুক্ত করেছেন, যাতে যে কোন বিষয়ে একজন জ্ঞানী ও গবেষক অতি সহজে একাধিক আয়াতের সন্ধান করে নিতে পারেন। বর্তমানে কানযুল ঈমান ও পার্শ্ব টীকা খাযায়েনুল ইরফানের বাংলা অনুবাদ করেছেন স্নেহভাজন মাওলানা আব্দুল মান্নান চট্টগ্রাম। কানযুল ঈমানের অনুবাদ অন্যান্য ১২ জন লেখকের ১২ টি অনুবাদের সাথে তুলনা করে দেখানো হয়েছে যে, আ'লা হযরতের অনুবাদটিই সর্বোত্তম এবং ইসলামী আকিদার সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ। (ইমাম আহমদ রেযা আওর উর্দু তারাজামে কোরআন কা তাকবুলী জায়েযাহ)।

আদ্‌দৌলাতুল মক্কিয়া বিল মাআদ্দাতিল গাইবিয়া ঃ

এই গ্রন্থটি আরবীতে রচিত। আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে আ'লা হযরত আরবের মক্কা শরীফে বসে উক্ত গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। মক্কার গভর্ণর (শরীফ)-এর নির্দেশে আ'লা হযরত (রহঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অদৃশ্য বিষয়ক এলম বা ইলমে গায়েব এর উপর দেড়শত পৃষ্ঠার উক্ত কিতাবখানা লিখে ফেলেন। গভর্ণর পান্ডুলিপি দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে গায়েবের দলীলাদি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই কিতাব রচনায় কোন রেফারেন্স গ্রন্থ সাহায্য নেয়ার সুযোগই পাননি। শরীফ তাঁর কুতুবখানায় সংরক্ষিত একটি হস্তলিখিত কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেন-উক্ত গ্রন্থের হুবহু দলীল ও উদ্ধৃতিসমূহ আদদৌলতুল মক্কিয়ায় বিদ্যমান। এতে তিনি বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং আ'লা হযরতের হাতে বায়াআত হয়ে যান।

হুসসামুল হারামাঈন ঃ

এই গ্রন্থখানা আ'লা হযরত "আল মো'তামাদ ওয়াল মোস্তানাদ" নামে আরবীতে রচনা করেন। এতে হিন্দুস্থানের ৫ জন আকাবিরীনে দেওবন্দ আলেমের কিতাবসমূহের বিভিন্ন উর্দ্দু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে নীচে এগুলোর আরবী অনুবাদ করে ১৩২৪ হিজরীতে মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মোনাওয়ারার ৩৩ জন মুফতীর খেদমতে পেশ করে তাঁদের মতামত চান। উক্ত ৫ জন দেওবন্দী ওলামাদের গ্রন্থসমূহে মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ- ১.আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে, ২. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গেছেন, ৩. নবীজীর এলেমের চেয়ে শয়তানের এলেম বেশী ছিল, ৪. নবীজীর ইলমে গায়েবের মত এমন ইলমে গায়েব চতুস্পদ জন্তুরও আছে, ৫.মূর্খরা বলে থাকে খাতামুন্নাবীয়ীন অর্থ-শেষনবী,কিন্তু খাতামুন্নাবীয়ীন-এর প্রকৃত অর্থ শেষ নবী নয় - বরং মূল নবী। তার পরে এক হাজার নবীর আগমন ধরে নিলেও "খাতমুন্নবীয়ীন বা মূল নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যা হবে না"।

হারামাঈন শরিফাঈনের ৩৩ জন মুফতী উক্ত এবারতসমূহ পর্যালোচনা করে ঐগুলোর লেখকগণকে সরাসরি কাফের ঘোষনা করেন। তাঁর উক্ত ফতোয়ার নাম হয় "হুসসামুল হারমাঈন" বা মক্কা-মদিনার তীক্ষ্ণ তরবারী। এটা বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরতের অবিস্মরণীয় অমর কীর্তি। হুসসামুল হারামাঈন-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন হাফেজ মাওলানা আব্দুল করিম নঈমী (মুলফতগঞ্জ) এবং সম্পাদন করেছেন স্নেহভাজন আব্দুল মান্নান।

আল কাওকাবাতুশ শিহাবীয়া ফি রদ্দে আবিল ওয়াহাবিয়াঃ

ইসমাঈল দেহলভীর রচিত ৭০টি কুফরী ও বাতিল আকিদা সম্পন্ন কিতাব "তাকভীয়াতুল ঈমান" এর খন্ডনে লেখা হয়েছে উক্ত গ্রন্থ। সংক্ষেপে ওহাবী আকিদা জানতে হলে উক্তগ্রন্থ পাঠ করা উচিত। ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে আ'লা হযরত একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আ'লা হযরত (রহঃ) চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও সুন্নী আকিদার একমাত্র ইমাম ঃ-

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) এয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ ১২৮৬ হিজরী সাল হতে তাঁর তাজদিদী কার্যক্রম শুরু করেন এবং চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ ১২৮৬ হিজরী সাল হতে তাঁর তাজদিদী কার্যক্রম শুরু করেন এবং চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁর তাজদিদী কার্যক্রম জনসমক্ষে প্রকাশ পেতে থাকে। একজন মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য তাঁর এলেমের প্রাধান্য বিস্তার, এক শতাব্দীর শেষ ও পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংস্কার কার্যক্রম প্রকাশ এবং এর প্রতি জনগণের স্বীকৃতি প্রদান শর্ত। আ'লা হযরতের মধ্যে এই উভয়বিদ শর্তই বিদ্যমান ছিল বলে সে যুগের আরব ও আজমের মশহুর ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখীনে ইজাম তাঁর মোজাদ্দেদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। বরিশাল জেলার নেছারাবাদের মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব) তার মুজাদ্দিদ গ্রন্থে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) কে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি তৎসঙ্গে প্রতি শতাব্দীর একজন করে মোট ১৩ জন মুজাদ্দিদের তালিকাও উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। মক্কা মদিনাসহ সুন্নী জগতের ওলামাগণ বিনা ইখতিলাফে আ'লা হযরতকে চতুর্দশ শতাব্দীর সুন্নী মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আ'লা হযরতের সংস্কার কার্যক্রমের প্রধান দিক ছিল আকায়েদ সংশোধন করা। ওহাবী-খারেজী-নজদী সম্প্রদায় আরব আজমসহ সর্বত্র বাতিল আকিদা সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছিল। তৎকালে তারা ইংরেজদের মদদে নিত্য নতুন বাতিল আকিদার কিতাব রচনা করে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে লাগলো। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

pdf By Syed Mostafa Sakib

হলো। ওহাবী, কাদিয়ানী, বাহায়ী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। মুসলমান সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদিকে মূল ইসলামী আকিদায় বিশ্বাসী সুন্নী মুসলমান. অন্যদিকে নব্য সৃষ্ট ওহাবী, খারেজী, কাদিয়ানী, বাহায়ী ফের্কার নতুন সম্প্রদায়সমূহ আকদাগত দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা আরবে ও ভারতে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করলো। ওহাবীরা কিতাবুত তাওহীদ, তাকভীয়াতুল ঈমান, তাহযিরুন্নাছ, সিরাতে মোস্তাকিম, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বারহীনে কাতেয়া, বেহেস্তী জেওর, হেফযুল ঈমান, ইসলামের রুছুম-প্রভৃতি বাতিল ও ক্রিয়াকর্মকে শিরক ও বিদআত বলে প্রচার করতে লাগলো। তারা ঘোষণা করলো- "যারা রাসূলকে হায়াতুন্নবী মানবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে সম্বোধন করবে, মিলাদ কিয়াম করবে, রাসূলকে হাযির নাযির বলে বিশ্বাস করবে, নামাযে রাসূলকে ছালাম করার সময় রাসূলের খেয়াল করবে, যারা"খাতাবুন্নবীয়ীন" শব্দের অর্থ করবে শেষ নবী বলে, যারা আযানের দোয়ায় হাত তুলবে, যারা নবী বখ্শ, গোলাম কাদের, গোলাম জিলানী ও গোলাম আলী ইত্যাদি নাম রাখবে- তারা গোমরাহ, বেদয়াতী ও মুশরিক"। এভাবে ওহাবীরা ভারতের সর্বত্র শিরক বিদআতের বাজার বসিয়ে সুন্নী মুসলমানকে মুশরিক ও বিদআতী বলে আখ্যায়িত করতে লাগলো। ফলে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হলো। এই সুযোগে ইংরেজরা হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানদেরকে নাস্তনাবুদ করে ছাড়লো। উপরে উল্লেখিত ওহাবী কিতাবসমূহ শিরক-বিদআতের উপরোক্ত ঘোষণাগুলো লিপিবদ্ধ আছে এবং এখনো কাউমী খারেজী মাদ্রাসায় এগুলোর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

ভারতীয় মুসলমানদের এই ঘোর দুর্দিনে যিনি কলম তরবারীর মাধ্যমে বাতিল পন্থীদের উক্ত বে-দ্বীনি লেখনীর মোকাবেলা করে এগুলোকে কচুকাটা করেন সরল ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণকে দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করে ইসলামী আকায়েদকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন-তিনিই হচ্ছেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)। তাঁর আকায়েদ গ্রন্থগুলো পাঠ করেই আজ আমরা নতুন উদ্যমে বাতিলের মোকাবেলায় সামনে এগিয়ে চলেছি। এদেশে তৈরী হচ্ছে সুন্নী আদর্শের নতুন কাফেলা-আ'লা হযরতের আদর্শের অসংখ্য সৈনিক। আ'লা হযরত (রহঃ) আমাদের ঈমান ও আকায়েদ রক্ষাকারী, বাতিল আক্বিদা হতে মুক্তিদাতা।

তিনি জীবদ্দশায়ই তার আদর্শ সৈনিক তৈরী করে গিয়েছেন। সদরুল আফাযেল মওলানা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, হামেদ রেযা খান, সদরুশ শরীয়াহ হযরত মাওলানা আমজাদ আলী, মালিকুল ওলামা মাওলানা যখরুদ্দীন বিহারী-প্রমুখ শাগরিদ মনিষীগণের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের ওহাবী-শিকারী বাজপাখী এবং কলম সম্রাট। সদরুল আফাযেলের আতইয়াবুল বয়ান, তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান, মাওলানা আমজাদ আলীর বাহারে শরীয়ত, মাওলানা হাশমত আলীর ইসলাহে বেহেস্তী জেওর-প্রভৃতি গ্রন্থ ওহাবী কেল্লায় এক একটি এটম বোমা স্বরূপ।

আ'লা হযরত (রহঃ) আধ্যাত্মিক জগতের এক কামেল মহাপুরুষ ছিলেন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ,আরব, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আর অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত। জববলপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তার মুরীদের সংখ্যা সর্বাধিক।

অর্ধশতাব্দী ব্যাপী কলমযুদ্ধ চালিয়ে বাতিলের কিল্লায় মারাত্মক আঘাত হেনে এবং দ্বীন ও সুন্নীয়তের মশাল জ্বালিয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরপারে মাওলায়ে হাকিকী ও মাহবুবে এলাহী প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে গমন করেন। প্রতি বৎসর বেরেলী শরীফে তাঁর ওফাত দিবসে অগণিত ভক্তগণের উপস্থিতিতে উরছে আ'লা হযরত পালিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা আ'লা হযরত (রহঃ) কে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শতাব্দির মুজাদ্দিদ

মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন-"নিশ্চই মহান আল্লাহ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দির প্রান্তে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি ওই দ্বীনকে নতুন ভাবে সংস্কার করবেন। [সূত্র ; আবু দাউদ শরীফ, মিশকাত শরীফ পৃ:-৩৬

[জামে'উস সগীর : আল্লামা সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পবিত্র কোরআন, হাদীস ও ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় মানবসৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে এ পর্যন্ত সকল যুগের মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-কোন রাসূল প্রেরণ ব্যতিরেকে আমি কোন বান্দাকে শাস্তি দিইনা। তাই দেখা যায় প্রতিটি যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ মানুষকে ডেকেছেন আল্লাহর পথে; মুক্তির পথে। আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি যুগে বহু নবীর আগমণও হয়েছে। নবী-রাসূলগণ তাঁদের দায়িত্ব শেষ করে নির্ধারিত সময়ে চলে গেলেন মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে। সর্বশেষে সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন আমাদের প্রিয়নবী সরকারে দো'আলম হুযুর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার বুকে আগমন করে দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা দানের পর নবূয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী; তাই তাকে খাতামুন নাবিয়্যীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে।

নবুয়তের দরজা চিরতরে বন্ধ ঘোষণার পর নতুন কোন নবীর আগমন হবেনা; যিনি মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র পথে হিদায়াত করবেন। তাই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তর অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যোগ্যতম অনুসারী খোলাফা-ই-রাশেদীন এবং নক্ষত্রতুল্য সাহাবা-ই কেরাম রেখে গেলেন, যারা দিশেহারা-পথহারা বিভ্রান্তদের হিদায়াতের আলো দিয়ে গোমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন। তৎপরবর্তী কে দেখাবে সঠিক পথ ? শয়তানী অপতৎপরতা রুখে ইসলামের চিরন্তন শত্রু ইহুদি-নাসারার ষড়যন্ত্রের কবল হতে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার হিফাযতে আগ্রণী ভূমিকা রাখবে কে বা কারা ? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এসব প্রশ্নের উত্তর মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন আর তারই প্রিয় হাবীব রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জবান দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। এ আলোচনায় তারই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

ঈমানদার মুসলমানরা যাতে সঠিক-সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কতিপয় বান্দা সৃষ্টি করে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আবার প্রতি শতাব্দির ক্রান্তিলগ্নে একেকজন বিশেষ ব্যক্তি প্রেরণ করেন, যিনি পুরো শতাব্দিকাল ধরে ধর্মের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবয়বে গজে ওঠা অপসংস্কৃতির মূলোৎপাঠন করে নতুনভাবে দ্বীন-মাযহাবকে সংস্কার করেন; পরিভাষায় তাকে বলা হয় মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক।

মুজাদ্দিদ প্রসঙ্গ

আরবি 'তাজদীদ' শব্দের সংস্কার করা, নতুন জীবন দান করা ইত্যাদি। আর 'মুজাদ্দিদ' শব্দের অর্থ -সংস্কারক। আর ইসলামি শরিয়তে মুজাদ্দিদ বলা হয়- মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে অধর্ম, কোরআন-সুন্নাহর তাফসীরের নামে অপব্যাখ্যাসহ শরীয়ত-তরীকৃতের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর যখন চতুর্মুখী হামলা ও ষড়যন্ত্র ব্যাপক মাত্রা লাভ করে সর্বোপরি মুসলমানরা যখন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে দিশেহারা মুসলিম মিল্লাতকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা উপস্থাপনের মাধ্যমে যিনি সঠিক পথের দিকে আহবান করেন এবং বাতিল অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এমনকি প্রয়োজনে ধর্মের দুশমনদের প্রতিরোধ আন্দোলনে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে হতাশাগ্রস্ত মুসলিম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিল্লাতকে মুক্ত করে ছাড়েন তিনিই মুজাদ্দিদ ব দ্বীনের মহান সংস্কারক। 'মুজাদ্দিদ' কোন পৈত্রিক উত্তরাধিকার নয়। কেউ দাবি করলেই তাকে মুজাদ্দিদ বলা যাবে না। বরং তার কতিপয় মৌলিক গুণাবলী রয়েছে। যেমন- ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া, সত্য প্রকাশে আপোষহীন হওয়া, সমকালীন আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া, ধর্ম প্রচারে নির্লোভ হওয়া, মুত্তাক্বী-পরহেযগার হওয়া, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গজে ওঠা বিদ'আত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের বলিষ্ঠ হাতের অধিকারী হওয়া, শরীয়ত ও তরীক্বতের পুর্ণ অনুসারী হওয়া, শরীয়ত বিরুধী ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকা। বিশেষভাবে একশ শতাব্দির শেষাংশে এবং পরবর্তী শতাব্দির শুরুতে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর বিকাশ ও সর্বজন স্বীকৃত হওয়া। এক পর্যায়ে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ আলিম- উলামা একবাক্যে তাঁকে মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

বিগত চৌদ্দ শতাব্দির মুজাদ্দিদগণের তালিকা :

প্রথম শতাব্দি : হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রা:), **দ্বিতীয় শতাব্দি :** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা:), **তৃতীয় শতাব্দি :** ইমাম নাসাঈ (রা:), **চতুর্থ শতাব্দি :** ইমাম বায়হাক্বী (রা:), **পঞ্চাম শতাব্দি :** ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী (রা:), **ষষ্ঠ শতাব্দি :** ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রা:), **সপ্তম শতাব্দি :** ইমাম তাক্বী উদ্দীন (রা:), **অষ্টম শতাব্দি :** ইমাম হাফেয ইবনে হাজর আসক্বালানী (রা:), **নবম শতাব্দি :** ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রা:), **দশম শতাব্দি :** ইমাম আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রা:), **একাদশ শতাব্দি :** ইমাম শায়খ আহমদ ফারুকী সরহিন্দী (রা:), **দ্বাদশ শতাব্দি :** ইমাম মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব (রা:), **ত্রয়োদশ শতাব্দি :** ইমাম শাহ আব্দুল আযীয় দেহলভী (রা:), **চতুর্দশ শতাব্দি : ইমাম আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান ব্রেলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।**

উক্ত মহান মনীষীগণ মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে বিগত চৌদ্দটি শতাব্দির প্রান্তে প্রান্তে যুগে ইসলামের নামে জেগে ওঠা দ্বীন ও মিল্লাতের বিভিন্ন অপসংস্কৃতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন এবং ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাদের কবর রচনা করেছেন যা দ্বীন-ই ইসলামের এক অবিস্মৃত অধ্যায়।

চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ

আ'লা হযরত বললেই একনামে যাকে আরব - অনারব সবাই চিনে। ১২৭২ হিজরিতে জন্ম আর ১৩৪০ হিজরিতে তাঁর ইন্তিকাল। মধ্যখানে ৬৮ বৎসর বয়সে একজন সফল মুজাদ্দিদ হিসেবে যতগুলো গুণাবলীর প্রয়োজন সবক'টি তার চরিত্রে পাওয়া যায়। যেমন - অসাধারণ মেধা, সাবলীল উপস্থাপনা, ক্ষুরধার লিখনী, জ্বালাময়ী বক্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার-প্রতিবাদী কণ্ঠ, আমল- আখলাক্বে স্বচ্ছতা ও নিপুণতা, অকৃত্রিম নবীপ্রেম, মানবতার প্রতি সোহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা আর কুসংস্কারের প্রতি কঠোরতা তাঁকে একজন সফল মুজাদ্দিদ হিসেবে বিশ্বের দরবারে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে। নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে মুসলিম মিল্লাতের উপর তাঁর ত্যাগ ও অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ঢ-াল দী কুলব মে আযমতে মুস্তফা,
হিকমতে আ'লা হযরত পেহ লাখোঁ সালাম।

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত : মুসলিম সমাজ যাঁর কাছ ঋণী

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

যখন এ উপমহাদেশে ইসলামী সালতানাতের সূর্য অস্তমিত হচ্ছিলো, অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছিলো, হৃদয়-সূর্য ডুবন্ত প্রায় হলো ও বুকের সাহস দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহর রহমতের সমুদ্র ঢেউ খেললো। পুনরায় একটি সূর্য উদিত হলো। সেটা আবার আকাশকে আলোময় করলো। ডুবন্ত হৃদয়কে উঠে আসার অবলম্বন দিলো। সকলের মনে নতুন করে সাহস যোগালো। অন্ধকার আকাশে উদিত এ সূর্য কে ছিলেন ? তিনি হলেন ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন মি'লাত, আ'লা হযরত আহমদ রেযা বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আরব ও আজম যার মহত্ব ও সম্মানের পক্ষে সাক্ষ্য দিলো, যিনি নিজের খোদা-প্রদত্ত অসাধারণ যোগ্যতা, নাম ও খ্যাতিকে দ্বীন-ইসলাম ও ইসলামের নবী আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম -এর শরীয়তের প্রসার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং যার অসাধারণ ও ফল প্রসূত অবদানগুলো গোটা মুসলিম সমাজকে তাঁর প্রতি চিরঋণী করে রেখেছে।

ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বিশাল কর্মময় জীবনী পর্যালোচনা করলে উপরিউক্ত সত্যটি মধ্যা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন ভাবে এ মহান ইমামের জীবনের উপর আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে, আগামীতেও হতে থাকবে। আজ এদেশের প্রায় সবার নিকট একথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, শতাব্দির এ মহান ইমাম ও মুজাদ্দিদ জন্মগতভাবে অসাধারণ প্রতিভাবান (আবক্বারী) ও পঞ্চান্নটি বিষয়ে সহস্রাধিক অকাট্য ও প্রমাণ্য গ্রন্থ-পুস্তকের প্রণেতা ছিলেন। তিনি বেলায়তেরও উচ্চাসনে আসীন ছিলেন। হযরত সাইয়্যেদ আ-লে রসূল মারহারাভী (র.)'র, হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ২১ বছর বয়সে আপন পিতার সাথে হজ্ব করতে গেলে ওলামা-ই হিজায তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রভাবিত হয়ে তাঁকে 'যিয়াউদ্দিন আহমদ' (দ্বীনের আলো আহমদ রেযা / হুযূর আহমদ মুজতাবার দ্বীনের আলো) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের বৃহত্তর দ্বীনী প্রতিষ্ঠান 'মানযারুল ইসলাম ' কায়েম করেছেন। ১৯১১ ইংরেজীতে (১৩৩০ হিজরী) মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশুদ্ধতম উর্দূ তরজমা-ই ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান' প্রণয়ন করেন। তাঁর পবিত্র জন্ম ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরি ১৪ জুন, ১৮৫৬ ইংরেজীতে এবং ওফাত ২৫ সফর, ১৩৪৮ হিজরিতে (নভেম্বর ১৯২১)।

আ'লা হযরতের উপরিউক্ত সহস্রাধিক গ্রন্থ-পুস্তকের মধ্যে 'ফাতাওয়া-ই আলমগীরী'র পর হানাফী ফিক্বহের মহাকীর্তি হচ্ছে 'ফাতাওয়া-ই রেযভিয়্যাহ'। তাঁর এ ফাতওয়া গ্রন্থ ইসলামী আইন শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ও নির্ভরযোগ্য উৎস-গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইক্বাল ফিক্বহ শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযার দক্ষতা, তীক্ষ্ম দৃষ্টি, মেধা ও গবেষণার গভীরতার স্বীকৃতি স্বরূপ বলেছেন - "ভারতে এ শেষ যুগে হযরত আহমদ রেযার মতো সুস্থ-স্বভাব ও মেধাসম্পন্ন ফক্বীহ (ফিক্বহশাস্থবিদ) আর পয়দা হয়নি। আমার এ মন্তব্য তার 'ফাতাওয়া গ্রন্থ' পাঠ- পর্যালোচনা করে স্থির করেছি, যা তার মেধা, তীক্ষ্মবুদ্ধি, উন্নত স্বভাব, পূর্ণ অনুধাবন ক্ষমতা ও দ্বীনী জ্ঞানে গভীরতার জ্বলন্ত সাক্ষী। ইমাম আহমদ রেযার মহান জ্ঞানগত প্রচেষ্টা ও সংস্করমূলক কর্মতৎপরতার প্রতি গভীরভাবে দেখা হলে তাঁকে ইমাম গাযযালী, ইমাম মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী, ইমাম আবুল হাসান শা'রানী, ইমাম আবুল মানসূর মা-তুরীদী, আল্লামা আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে তাইয়্যেব বাক্বিল্লানী ও হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এর মতো মহান জ্ঞানী, রূহানী ও সংস্কারক ব্যক্তিবর্গের কাতারেই দেখা যায়।'

এভাবে বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানী-গুনী ব্যাক্তিবর্গের মন্তব্যাদি ও বাস্তবতার নিরিখে ইমাম আহমদ রেযা আহমদের মুসলিম সমাজের জন্য একটি মহা নি'মাত ও গৌরবময়

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে, অকৃতজ্ঞ, ঈর্ষাপরায়ণ ও স্বার্থপর লোকেরা তাঁর বিরোধিতা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। আমাদের বাংলাদেশেও আক্বীদাগত এবং আদর্শগত বিরোধীরাও সুযোগ বুঝে এ মহান ইমামের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাচ্ছে। কিন্তু সুখের বিষয় যে, প্রতিটি যুগে এ বিরুদ্ধবাদীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে, এহেন পরিস্থিতিতে আল্লামা মুহাম্মদ শরফ ক্বাদেরী এক অবিবেচক ও মিথ্যাচারী লেখক ইহসান-ই ইলাহী যহীরের 'আ-বেরলভিয়্যাহ কা তাহক্বীক্বী আওর তানক্বীদী জায়েযাহ ' নামক যে পুস্তকটি লিখেছেন তার ভূমিকায় ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ মরহুম একটি প্রামাণ্য প্রতিবেদন লিখেছেন। বর্তমানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। এ নিবন্ধে আমি সেটা সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করছি। তা নিম্নরূপ -

আ'লা হযরতের তিরোধানের পর তাঁর প্রতি সত্যপন্থীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁকে নিয়ে ব্যাপক চর্চা। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থী হিংসুকদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দি কাল অতিবাহিত হয়ে গেলো। হঠাৎ ইসলামী গুলশানে নতুন বসন্তের মনোরম হাওয়া বইতে শুরু হলো। আজ থেকে ২৪ বছরাধিক কাল পূর্বে পাকিস্তানের লাহোর 'কেন্দ্রীয় মজলিসে রেযা' (মারকাযী মজলিসে রেযা) নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কায়েম হলো। এটা ইমাম আহমদ রেযার জীবন ও চিন্তাধারার উপর বহু পুস্তকের লক্ষ লক্ষ কপি প্রকাশ ও প্রচার করলো। এক যুগাধিককাল পূর্বে করাচিতে 'ইদারাহ-ই তাহক্বীক্বাহ- ই' ইমাম আহমদ রেযা' প্রতিষ্ঠিত হলো। এটাও তার প্রকাশিত বহু লেখনী গোটা দুনিয়ায় প্রচার করে যাচ্ছে। অর্ধযুগ পূর্বে লাহোরে 'রেযা একাডেমী লাহোর' প্রতিষ্ঠালাভ করে দ্রুত গতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া,রেযা একাডেমী,ইউ-কে,রেযা একাডেমী বোম্বাই, সুন্নী রেযভী সোসাইটি (দক্ষিণ আফ্রিকা), রেযা ইন্টারন্যাশনাশ একাডেমী (সাদিক্ব আবাদ), আল মুজাম্মা উল ইসলামী ' (ইসলামী কমপ্লেক্স,মুবারকপুর) ইত্যাদি ইমাম আহমদ রেযার জীবন ও চিন্তাধারার উপর অবিরাম গতিতে গ্রন্থ-পুস্তক প্রকাশ করে যাচ্ছে। 'সুন্নী দারুল ইশা'আত, মুবারকপুর 'ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ ' প্রকাশ করেছে। (প্রসঙ্গেক্রমে উল্লেখ্য, আমাদের বাংলাদেশেও ' ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম' 'আ'লা হযরত 'ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' এবং 'রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ' ইমাম আহমদ রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র জীবন ও কর্মের উপর এবং তার মূল্যবান কিতাবগুলোর অনুবাদ, প্রকাশনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে।

আলহামদুলিল্লাহ! এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার সুফলও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে উঁচু পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী মহলের ইমাম আহমদ রেযার চর্চা হচ্ছে। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার প্রশ্নগুলোতে ইমাম আহমদ রেযার উপর প্রশ্ন করা হচ্ছে। পাক-ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে এম.ফিল ও পি. এইচ. ডি'র জন্য গবেষণামূল প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, ডিগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। উপমহাদেশের ১৯৯১ ইংরেজী পর্যন্ত, চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন স্কলার 'গবেষণামূলক প্রবন্ধ ' লিখে এম.ফিল ও পি.; এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেছে। এগারজন স্কলার গবেষণারত আছেন। আরো অনেকে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। বিরোধীরা যখন এ সূর্যকে ডুবাতে চেষ্টা করছে, তখন সেটা আরো নবরূপে উদিত হচ্ছে। এক কবি অতি সুন্দর বলেছেন-

"দাগবিহীনদের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয় না। নিশ্চিহ্ন হতে হতে প্রসিদ্ধই হয়ে যায়। নি:সন্দেহে আশ্বিক্ব মরে না; সে শহীদ হয়েও জীবিত থাকে; বরং তাদের মৃত্যু জীবিত মানুষের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে যায়।"

বিরুদ্ধবাদীরা বিরোধিতা করেছে, আধুনিক জ্ঞানের সভা-মজলিসে তাঁর নামে সমালোচনা করেছে, কিন্তু আবার ওই জ্ঞানের বৃত্ত থেকে প্রশংসা বাক্য ধ্বনিত হতে থাকে। সত্তর বছর পর আরেকটি অভিযান চালানো হলো। ১৯৭০ সনে ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ ইমাম আহমদ রেযার পুস্তিকা 'আল মুহাজ্জাতুল মু'তামানাহ ফী আয়াতিল মুমতাহানাহ'র আলোকে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেটা ১৯৭১ সালে 'মারকাযী মজলিসে রেযা,লাহোর প্রকাশ করেছে। এ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক পটভূমিকা উপস্থাপন করা হলে প্রসঙ্গক্রমে সাইয়্যেদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহমদ বেরেলভীর কথা এসে গেছে। এতে তার সম্পর্কে এ তথ্য প্রকাশ পেলো যে, 'সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভীর কর্মকান্ডের ফলে আর কিছু না হলেও ইংরেজদের উপকার হয়েছে।' এটা ওইসব তথাকথিত গবেষক ও ইতিহাসবিদদের বিপক্ষে গেলো,যারা এতদিন যাবৎ তাদের মিথ্যা বর্ণনা ও ইতিহাস বিকৃতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে এসেছিলো। এর পর তার (ড. মাসউদ) গবেষণা মূলক প্রবন্ধ 'ফাযেলে বেরলভী আওর তর্কে মুআলাত' প্রকাশিত হলো। এটা দেখে বিরুদ্ধবাদীরা ক্রোধে ফেটে পড়লো। কিন্তু বাস্তব তথ্যের সামনে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল মাকড়সার জালের মতো ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভীর ইংরেজ প্রীতির যেই তথ্য মাস'উদ সাহেব লিখেছিলেন তার সমর্থন করলো - রিরোধী মোর্চার মৌলভী হোসাইন আহমদ দেওবন্দী তার 'শিহাবুস সাক্বিব' -এ এবং হল্যান্ডের লীডন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. জে.এম. এস. ডবলিয়ান। এ শেষোক্তজন লিখেছেন- 'সাইয়্যেদ সাহেব বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রচেষ্টা চালান নি।' এরপর বিরুদ্ধবাদীরা নিশ্চুপ হয়ে গেলো। তার পর ড. মাস'উদ সাহেব যখন 'ফাযেলে বেরলভী ওলামা-ই হিযাজ কী নযর মে' (মক্কা মুকাররামাহ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ'র বিজ্ঞ আলিমদের দৃষ্টিতে ফাযেলে বেরলভী ইমাম আহমদ রেযা) প্রকাশ পেলো তখন বিরুদ্ধবাদীরা এ প্রসঙ্গে নির্বাক হতে বাধ্য হলো। অনেকে আ'লা হযরত সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা থেকে রুজু করেছেন। তাদের মধ্যে আলীগড় মুসলিম ইউনির্ভারসিটির একজন অধ্যাপকও ছিলেন।

ইমাম আহমদ রেযার তরজমা-ই ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান' ছাপিয়ে যখন এর সহস্র - লক্ষ কপি প্রাচ্য ও পাশ্চত্যে বিলি করা হলো,তখন বিরোধীরা এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো। সৌদী আরবের ওহাবীরা তো সরকারী ভাবে সেটার বিরুদ্ধে পাবন্দি লাগলো; কিন্তু এ কিতাবের বিশুদ্ধতা অক্ষুন্নই রয়েছে। তাদের চক্রান্ত নিষ্ফলই হলো।

ইমাম আহমদ রেযার চর্চা ক্রমশ বাড়তেই লাগলো। ইতিহাসের এক পর্যায়ে এসে 'এহসানে ইলাহী যহীর' নামের এক লোক 'আল -বেরলভিয়াহ' নামে এক পুস্তক লিখলো। পুস্তকটি আরবি ভাষায় লেখা হলো, যাকে আসলে 'মিথ্যার সম্ভার' বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাতে ইমাম আহমদ রেযার বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো মিথ্যাচার করা হয়েছে। যার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন - আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকীম শরফ ক্বাদেরী (পাকিস্তান)। উক্ত কিতাবে (আল-বেলভিয়্যাহ) অপবাদ দেয়া হলো ইমাম আহমদ রেযা বেরভীর সাথে নাকি শিয়া ও ক্বাদিয়ানীর সাথে সম্পর্ক ছিলো। অথচ আ'লা হযরত এ দু'সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ও খন্ডনে একাধিক অকাট্য কিতাব লিখেছেন। শুধু তা নয়, সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে একটি কিতাবে আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে লিখা দেখে সাথে সাথে লেখকের নিকট আ'লা হযরতের উপর লিখিত কিছু আগামী সংস্কারণে সেগুলো সংশোধন করে নেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এ ভাবে বৈরুত থেকেও আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে এক লেখক লিখেছিলো। ওই কিতাবের প্রকাশককেও এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তারাও তা সংশোধন করে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শত্রু শত্রুতার মধ্যে কখনো সীমা ছাড়িয়ে যায়। কখনো কখনো তার এ শত্রুতা তার বিপক্ষীয়ের জন্য রহমত হয়ে যায়। যেমন- 'আল-বেরলিভ্যাহ'র প্রণেতা শত্রুতা সীমাতিক্রম করে গেছে। এদিকে আ'লা হযতর ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমার জন্য তা 'রহমত' প্রমাণিত হয়েছে। এরপর থেকে আ'লা হযরতের উপর আরবীতে প্রচুর কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। এর পূর্বে জাষ্টিজ সাইয়্যেদ শাজা'আত আলী ক্বাদেরীর 'মুজাহিদুল উম্মাহ্' প্রকাশিত হয়েছিলো। মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ মিসবাহীর একটি প্রবন্ধ (আরবী) 'ইদারাহ-ই তাহক্বীক্বাহ-ই ইসলামী ইসলামাবাদ -এর আরবী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে তাতে আ'লা হযরতের শানে বেয়াদবী ও মিথ্যাচার করা হলে তার খন্ডনের সাথে সাথে তার লিখিত আরবী কিতাবগুলো এবং তার বহু কিতাব আরবীতে অনূদিত হয়ে বহুলভাবে প্রচারিত হতে লাগলো। যেমন আ'লা হযরতের লিখিত 'ফাতাওয়া -ই শামী'র উপর হাশিয়া 'জাদ্দুল মুমতার' হায়দারাবাদ দক্ষিণ থেকে ছাঁপিয়ে 'ইসলামী কমপ্লেক্স' মুবারকপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর সাথে মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ মিসবাহী, মাওলানা ইফতিখার আহমদ ক্বাদেরী ও মাওলানা আব্দুল মুবীন নো'মানী, আলা হযরতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

জীবন ও আরবীতে লিখে সংযোজন করেছেন। ড. আবদুল বারী নদভীর তত্ত্বাবধানে আলীগড় মুসলিম ইউনির্ভারসিটি থেকে প্রফেসর ড. মাহমূদ হোসাঈন বেরলী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার আরবী ভাষায় কর্ম ও নিদর্শনাবলীর উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে এম.ফিল করেছেন। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দারাবাদ দক্ষিণ থেকে প্রফেসর আবদুস সামী ' ইমাম আহমদ রেযার আরবী কাব্য রচনার উপর এম,ফিলের জন্য থিসিস লিখেছেন, মুফতী মুহাম্মদ মুকারাম আহমদ (শাহী ইমাম, মসজিদে ফতেহপুর, দিল্লী) আন্তর্জাতিক ' ইমাম আহমদ রেযা কনফারেন্স (করাচীতে অনুষ্ঠিত) - এ আ'লা হযরতের আরবী ক্বসীদা - গুলোর উপর প্রশংসনীয় প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। করাচী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জালাল উদ্দীন নূরী ইমাম আহমদ রেযার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি'র উপর একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছেন, যা মুদ্রিত হয়ে বাগদাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্সে বিলি করা হয়েছিলো। তিনি আ'লা হযরতের উপর আরবীতে একটি বিরাটকার কিতাবও লিখেছেন। আফগানিস্তানের এককালীন সরকারের জাষ্টিজ মুহাম্মদ নসরুল্লাহ খান ইমাম আহমদ রেযার জীবন ও চিন্তাধারায উপর উচাঙ্গের আরবী ভাষায় একটি শানদার প্রবন্ধ লিখেছেন। ড. মুহাম্মদ মাসউদ সাহেবও একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন, যার আরবী অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুমতাজ আহমদ সাদীদী। এ প্রবন্ধ 'মুজাম্মা'উল মুলকী লিবুহ-সিল হাদ্বা-বাতিল ইসলামিয়াহ ' আম্মান, জর্ডান থেকে প্রকাশিত 'ইনসাইক্লোপিডিয়া'র প্রথম খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর (ড. মাসউদ) আরেকটি বিস্তারিত প্রবন্ধ, যা তিনি পাকিস্তান হিচরত কাউন্সিল, ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মুসলিম মনীষীদের ইনসাইক্লোপিডিয়ার জন্য লিখেছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুল্লাহ মিসবাহী সেটার অনুবাদ আরবীতে করেছেন, যা 'ইদারা-ই তাহক্বীক্বাতহ-ই ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, করাচী এবং রেযা ফাউন্ডেশন জামেয়া নেযামিয়া রেযভিয়াহ; লাহোর-এর সহযোগিতায় ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।এভাবে আর কতো উদ্ধৃতি দেবো!

মোটকথা, আ'লা হযরতের বিরুদ্ধবাদী শত্রুদের শত্রুতায় তাদের কোন উপকার হয়নি, বরং উপকার আহলে সুন্নাতেরই হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও রসূলে পাকের আশিক্বদের শানে গোস্তাখী ও কটুক্তির ফল ভাল হয় না। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল লিল আ'লামীন, মাহবূবে রাব্বুল আলামীনের সাচ্চা আশিক্ব ছিলেন। তার শুরু ও শেষ উভয়টি, একটার চেয়ে অপরটা উরমই হয়েছে। তার ইশক্বে রসূলের এ অবস্থা ছিলো যে, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেও সেটার আওয়াজ ধ্বনিত হতো। তিনি যেন বলতেন -

অর্থাৎ আহা ! হে আল্লাহর রসূল ! যদি আমার প্রতি চুল ও লোম আপনার প্রশংসার জন্য রসনা হতো !

তার লিখিত 'সালাম ' (মুস্তাফা জানে রহমত পেহ-লাখো সালাম) আজ আরব ও অনবাবীয় দেশগুলোর সর্বত্র, এমনকি মদীনা মুনাওয়ারাহ ও পড়া হচ্ছে। তিনি ও তার 'সালাম ' গুলো রসূলে পাকের পবিত্র দরবারে কতোই মাকুল (গ্রহণীয়) ! আল্লাহ তার রাসূলের ভালবাসা এবং আউলিয়া- ই কেরামের ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে আ'লা হযরত এক জ্বলন্ত আদর্শ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আসুন, আমরা আল্লাহ তা'আলার মহান নি'মাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন করি। তাঁর অবদান গুলোর প্রতি কৃতজ্ঞ হই। আল্লাহ পাক তার আদর্শ অনুসরণের তাওফিক্ব দিন। পক্ষান্তরে, যারা আক্বীদাগত কারণে কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহর এমন নি'মাতকে উপেক্ষা করে চলছে কিংবা বিরোধিতা করার জন্য সুযোগের সন্ধান করছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে একথা বুঝার সামর্থ্য দিন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের এমন হিতাকাংখী ইমামের বিরোধিতা করার জন্য কেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আ'লা হযরতের অগণিত ভক্ত-অনুসারী ও প্রকৃত সুন্নি মুসলমানরা তা প্রতিহত করার জন্য সদা প্রস্তুত আছেন। কারণ, আ'লা হযরতের উপস্থাপিত আদর্শ ইসলামের প্রকৃত আর্দশ, সেটাই আহলে সুন্নাতের সঠিক মতাদর্শ ও শিক্ষা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত চর্চা এক আন্তর্জাতিক মিশন

মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এক বিস্ময়কর অসাধারণ প্রতিভা। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যেও সর্বত্র আজ তাঁর চিন্তাধারা ও জীবন দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা চলছে। তাঁর জীবন -কর্ম, মূল্যায়ন ও অবদান সম্পর্কে বিশ্বের দেশে দেশে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ নিবন্ধ, কবিতা, পুস্তিকা, জীবনীগ্রন্থ, অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। এ এক জ্ঞান গবেষণার বিশাল জগৎ। সুখের কথা হলো বিলম্ব হলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেও তাঁর জীবন-কর্মের গবেষণা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করেছে। এ দেশের লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা পর্যায়ক্রমে তাঁকে নিয়ে নতুন ভাবে ভাবতে শুরু করেছে। হয়তো সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন এ মহামনীষী এ দেশের মাটিতে জাতীয় মর্যাদা ও খ্যাতি পাবে নিঃসন্দেহে। দেশ-কাল ও ভৌগলিক সীমানার উর্দ্ধে তাদের অবস্থান। মহামনীষীরা গোটা বিশ্বের সম্পদ। তাঁদের মেধা-মনন, কর্ম ও অবদান দেশ-জাতি সমাজের কল্যানে উৎসর্গীত। ১৮৫৬ সনে উপনিবেশিক শাসন-শোষনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানবতার এক চরম ক্রান্তিকালে ভারতের ইউ পি বেরেলী শহরে এ মহান ইমামের আবির্ভাব। ১৩৪০ হিজরীতে বিশাল কর্মময় বর্নাঢ্য আদর্শ জীবনের স্মৃতি অম্লান রেখে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি ইতিহাসের কিংবদন্তি। তাঁর স্মরণ চির অক্ষয় হয়ে আছে। নবী মোস্তফার সুযোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে তার পদাঙ্ক অনুসরনে মুসলিম বিশ্বের এক বিশাল অংশের অন্তরাত্মা আজ তেজোদীপ্ত ও আলোকিত।

অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি, ধমতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব, সূফীতত্ত্ব, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, উসুল তাফসীর বালাগাত, মানতিক, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ও যুক্তিবিদ্যাসহ এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে তিনি কোন না কোনভাবে নূন্যতম একটি গ্রন্থ বা একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ৭৪ টির অধিক বিষয়ে তিনি সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী রচনা করে ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। স্রষ্টার মনোনীত ধর্ম আল-ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ এমন মহান ব্যক্তিত্বদের আবির্ভাব সুন্নীয়তের সত্যতার ও শ্রেষ্টত্বের প্রমাণ নয় কি ? তাঁর আদর্শের পরম শত্রুরাও আজ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর ক্ষুরধার লিখনী ও রচনায় ইসলামী বিকৃতিকারী ও কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকারীদের স্বরূপ উন্মোচিত। ইসলামের নামে আবির্ভূত বিভিন্ন ভ্রান্ত-মতবাদীদের অপতৎপরতা তার অনুসৃত দর্শনের আলোকে আজ চিহ্নিত। আবু জেহেল, আবু লাহাব এজিদ ও ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর উত্তরসূরীরা ওহাবী সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত-আকিদা বিশ্বাস আজ তার ক্ষুরধার লিখনীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খতমে নবুয়তে অবিশ্বাসী অস্বিকারকারী অভিশপ্ত কাদিয়ানী সম্প্রদায় আজ তারই দূর্বার ক্ষুরধার লিখনীতে মুরতাদ ও কাফির ঘোষিত। বর্তমানে পৃথিবীর দেশে দেশে কাদিয়ানীদেরকে কাফির ঘোষনার দাবী উচ্চারিত। আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি এককভাবে যে সব কাজ করে গেছেন, শতাব্দীকাল ধরে শতাধিক প্রতিষ্ঠান একত্রে এতোসব কর্ম সম্পাদন করতে পারবে কিনা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তিনি কোন জিজ্ঞাসার জবাব মৌলিক খুব কমই দিতেন। জিজ্ঞাসিত বিষয়ে তিনি তত্ত্বনির্ভর গ্রন্থ রচনা করেই ছাড়তেন। তাঁর দাবীর সমর্থনে তিনি অকাট্য প্রমাণাদির বিরাট সম্ভার দাড় করাতেন যা দেখামাত্র বিজ্ঞজন হতভম্ব হয়ে পড়তেন। তাঁর অখন্ডনীয় যুক্তির সামনে বড় বড় জ্ঞান-বিশারদরা মস্তক অবনত করে দিতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিলো কেবল তা নয়; বরং বহু শাস্ত্রের তিনি আবিস্কারকও ছিলেন। এমন অনেক বিষয়েও তার দখল ছিলো যেসব বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ বর্তমানেও বিরল। এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের চর্চা ও গবেষণা বিশ্বব্যাপী স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে যতটুকু হওয়া উচিৎ ছিলো, ততটুকু

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়নি এই দূর্ভাগা গোটা মুসলিম উম্মাহর। নিঃসন্দেহে শিক্ষিত গবেষক বুদ্ধিজীবী মহল এজন্য বহুলাংশে দায়ী। গোটা মুসলিম জাতিকে এর দায়ভার থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আজ থেকে ২৮ বৎসর পূর্বে মরকজে মজলিসে রেযা লাহোর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যে সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) এর রচনাবলীর সাহায্যে তার পয়গাম ও দর্শনকে ঘরে ঘরে পৌছিয়েছে। এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হাকিমে আহলে সুন্নাত হাকিম মুহাম্মদ মুসা অমৃতস্বরী। তিনি লেখক গবেষক সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক পন্ডিত শিক্ষক বুদ্ধিজীবী মহলকে আ'লা হযরতের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন এরই প্রভাবে ১৯৮০ সনে পাকিস্তানের করাচিতে এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়দ রিয়াসত আলী কাদেরী (মরহুম), তিনি বেরেলী শরীফ থেকে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)'র অপ্রকাশিত দূলর্ভ পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে গবেষক মহলকে সোপর্দ করেছেন।এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়দ রিয়াসত আলী কাদেরী (মরহুম), তিনি বেরেলী শরীফ থেকে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)'র অপ্রকাশিত দূলর্ভ পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে গবেষক মহলকে সোপর্দ করছেন। এ পর্যায়ে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মসউদ আহমদ (মঃজিঃ) আ'লা হযরত দর্শন চর্চা ও গবেষণায় এমন কৃতিত্ব ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন যার কাছে আজ সুন্নী মুসলিম চিরঋণী হয়ে আছে। তিনি কেবল মাত্র আ'লা হযরত এর দর্শনের চর্চা ও গবেষণা কর্মকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন তা নয়, বরঞ্চ গোটা বিশ্বের ঐতিহাসিক দার্শনিক মহল থেকে এই মহান ইমামের কর্ম অবদানের স্বীকৃতিও আদায় করে নিয়েছেন। বর্তমানে এ সংস্থার রিজভীয়্যাত প্রকাশনা উর্দূ, আরবী, ফার্সী, ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বব্যাপী আ'লা হযরত চর্চা ও প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

বিশ্বেও বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আ'লা হযরতের উপর এম ফিল ও পিএইচ ডি, গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহে এ সংস্থা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান এ মনীষীর উপর অসংখ্য সাহিত্যপত্র, বাষিকী, মাসিক জার্নাল প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার করে আসছে। তাছাড়া এ সংস্থা ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)'র উপর নিয়মিত ভাবে বার্ষিক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সর আয়োজন করে থাকে। আল্লামা মুহম্মাদ ইব্রাহীম খোশতর সিদ্দিকী "সুন্নী রিজভী সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল" নামক দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবনে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, যা এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা এর সহায়তায় আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ সমগ্র ইউরোপে সুন্নীয়ত তথা মাসলাকে আ'লা হযরত চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাছাড়া রেযা একাডেমী এসটাকপুট ইউকে এর প্রতিষ্ঠাতা হাজী মুহাম্মদ ইলিয়াছ কাদেরী কর্তৃক প্রকাশিত "ইসলামিক টাইমস" পত্রিকায় মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ও মসলকে আহলে সুন্নাতের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আল মাজমাউল ইসলামী (মুবারকপুর),রেযা ফাউন্ডেশন (লাহোর), মরকাজি মজলিসে ইমামে আহমদ আজম (লাহোর), এদারায়ে মাআরেফে নুমানিয়া (লাহোর), মকতাবা আহমদিয়া (লাহোর), মকতাবা নব্বীয়া (লাহোর) বরকাতি পাবলিশার্স (করাচি), মকতাবা রিজভীয়া (করাচি), মদীনা পাবলিশিং কোম্পানী (করাচি), এ দারায়ে তসনীফাত-ই ইমাম আহমদ রেযা (করাচি), রেযা একাডেমী (মোম্বাই), হক একাডেমী (পুরানো ভারত), সুন্নী দারুল এশায়াত (ভারত), মকতাবা রেযা (জবলপুর ভারত), মকতাবা ফরিদিয়া (শাহীওয়াল), রেযা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী (সাদকাবাদ), মকতাবা নুমানিয়া (শিয়ালকোট), আল মাকতাবা আলমদীনা (করাচি), বজমে রিজভীয়া (লাহোর), ইসলামিক এডুকেশন ট্রাষ্ট (করাচি), জমিয়তে এশায়াতে আহলে সুন্নাত (করাচি), নুরী কুতুবখানা (লাহোর), জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স (লাহোর), উয়াইস কোম্পানী (লাহোর), কুদরত উল্লাহ এ্যাড কোম্পানী (লাহোর), ফরিদ বুক ডিপো (লাহোর), উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় গবেষণা কর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

সর্বপ্রথম ড. মুহাম্মদ হসান রেযা ইমাম আহমদ রেযা খান এর ফিকহী মানসের উপর গবেষণা সম্পন্ন করে ভারতের পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্জন করেন। এ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে পন্ডিত মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

আমেরিকার কলম্বো ইউনিভার্সিটি থেকে ড. ওশাসানিয়াল "ইমাম আহমদ রেযা আওর ওলামায়ে আহলে সুন্নাত" শিরোনামে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

প্রফেসর মজিদ উল্লাহ কাদেরী করাচি ইউনিভার্সিটি থেকে কানযুল ইমান আওর দোসরে মারুফ উর্দু কুরআনী তরাজিম কি তাকাবুলি জামেয়া - শিরোনামে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসউদ আহমদ -এর তত্বাবধানে ডক্টরেট ডিগ্রী সম্পন্ন করেন।

বিগত ৩০ বৎসরাধিক কালধরে ইমাম আহমদ রেযার চিন্তাধারা ও দর্শণের উপর ব্যাপক গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানেও তার জীবনদর্শনের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিগত বিশ বৎসরে ইমাম আহমদ রেযার জীবনদর্শনের উপর যে সব গবেষণা কর্ম হয়েছে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ ১৯৯০ সনে ইমাম আহমদ রেযা আওর আলমি জামিয়াত "শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পুস্তাকারে প্রকাশ করেন। যে তত্বনির্ভর গ্রন্থটি রেযা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী সাদিকাবাদ পাকিস্তান। ১৯৯০ সনে প্রকাশ করে।

ইমাম আহমদ রেযা'র জীবন কর্ম ও অবদান বিষয়ক বিশ্ববিদ্যায় শিক্ষকমন্ডলীদের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধমালা ঃ-

১.প্রফেসর মজিদ উল্লাহ কাদেরী,ভূতত্ব বিভাগ করাচি বিশ্ববিদ্যালয় কানযুল ইমান আওর উর্দূ কুরআনি তরাজিম কা তাকাবুলি জায়েজাহ" শিরোনামে ১৯৯৩ সনে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

২. প্রফেসর মজিদ উল্লাহ কাদেরী, করাচি ইউনিভার্সিটি "কুরআন সাইন্স আওর ইমাম আহমদ রেযা" এর উপর -উর্দূ ভাষায় প্রবন্ধ লিখেন যা ১৮৮৯ সনে এ দারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. প্রফেসর ড. মজিদ উল্লাহ কাদেরী, করাচি ইউনিভার্সিটি "আল আতায়ান নববীয়া ফিল ফাতাওয়া আল রিজভীয়্যাহ কা মউজুআতি জায়েজাহ" এর উপর প্রবন্ধ লিখেছেন, যা ১৯৮৯ সনে এদারোয়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা থেকে গ্রন্থাকরে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. প্রফেসর ডঃ গোমাম মোস্তাফা খান, সাবেক বিভাগীয় প্রধান উর্দূ নাতিয়া কালাম এর উপর উর্দূ ভাষায় এক গবেষণা- প্রবন্ধ রচনা করেন, যা বার্ষিকী মারেফে রেযা, করাচি 'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় ১৯৮৩ সনে প্রকাশিত হয়।

৫.প্রফেসর ডঃ মুখতার উদ্দিন আহমদ আরজু, মুসলিম ইউনির্সিটি আলী গড় ভারত, "মাওলানা আহমদ রেযা খানকা শখসিয়তী জায়েজাহ" শিরোনামে উর্দূ ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেন "আল মিযান" মোম্বাই ইমাম আহমদ রেযা নামক পত্রিকায় ১৯৭৪ সনের মার্চে প্রকাশিত হয়।

৬. ডঃ ফয়জুল্লাহ খান ফারুকী, প্রফেসর আরবী বিভাগ জওহর লাল নেহরু ইউনিভার্সিটি দিল্লী ভারত, ইমাম আহমদ রেযা'র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখেন যা "সিকাফাতুল হিন্দ" নিউ দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

৭. প্রফেসর ডঃ হানিফ ফাতেমী, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, লন্ডন ইউনিভার্সিটি কানযুল ঈমান এর ইংরেজী অনুবাদ করেন, যা ১৯৮৪ সনে রেযা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৮. মুফতি মুহাম্মদ মুকাররম আহমদ, জামিয়া মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটি দিল্লী ভারত "ফতোয়ায়ে রিজভীয়া আওর ফতোয়ায়ে রশিদিয়া কা তাকাবুলি জায়েজাহ" শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেন যা ১৯৯০ সনে এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৯. প্রফেসর ডঃ হানিফ ফাতেমী ইসলামী শিক্ষা বিভাগ লন্ডন ইউনিভার্সিটি "ইসলাম কা তাসাওরে ইলম" পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইমাম আহমদ রেযা'র বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া এবং কিফলুল ফকীহিল ফাহিম হতে উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

১০. মুফতি মুহাম্মদ মুকাররম, আহমদ জামিয়া মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটি দিল্লী হতে "আরবী আদব মে ইমাম আহমদ রেযা কা মকাম" শিরোনামে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন, এতে ইমাম বেরলভীর আরবী গ্রন্থাবলী থেকে পূর্ণমাত্রায় সহায়তা নেয়া হয়েছে।

১১. হাকিম মুহাম্মদ দেহলভী চ্যান্সেলন মদীনা আল-হিকমা "মাওলানা আহমদ রেযা খানকী তিব্বী বসীরত "শিরোনামে উর্দূ ভাষায় তত্বনির্ভর প্রবন্ধ লিখেন, এতে চিকিৎসা বিদ্যায় আ'লা হযরতের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কিত তার বহু গ্রন্থের আলোকগত হয়েছে, যা এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযার ১৯৮৯ সনে বার্ষিক স্মারকে প্রকাশিত হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. প্রফেসর মুহাম্মদ রইস আহমদ ইসলামী শিক্ষা বিভাগ করাচি ইউনির্সিটি, "ইমাম আহমদ রেযা আওর আয়েলী কাননু" শিরোনামে উর্দু ভাষায় করাচি ভার্সিটি হতে ডক্টরেট অর্জন করেন।

১৩. মুজিব আহমদ, জুনিয়র রিসার্চ এসিসট্যান্ট, কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ, সুন্নী মুসলমানদের রাজনৈতিক প্লাটফরম জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান এর উপর উর্দূ ভাষায় এম ফিল ডিগ্রী সম্পন্ন করেন, এ গবেষণা পত্র কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাকার প্রকাশ করেছে।

১৪. ডঃ ওয়াহিদ আশরাফ, বড়ুদা ইউনিভার্সিটি ভরত, "ইমাম আহমদ রেযা কী উর্দু, ফার্সী শায়েরী "শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেন। উর্দূ ফার্সী কাব্য রচনায় ইমাম বেরলভীর ভূমিকা এতে বিশদভাবে আলোকপাত হয়েছে, এ প্রবন্ধ "আল মিযান" মোম্বাই ১৯৭৪ সনের মার্চ এ ইমাম আহমদ রেযা সংখ্যায় প্রকাশ করেছে।

১৫. ডঃ মহিউদ্দিন আলওয়ায়ী, প্রফেসর মদিনা ইউনির্সিনিট ইমাম আহমদ রেযার জীবন কর্মের উপর আরবী ভাষায় প্রবন্ধ লিখেন, প্রবন্ধটি কায়রো জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ পত্রিকা সওতুশ শরব -এর প্রকাশিত হয়।

১৬. প্রফেসর মাওলানা বছির আহমদ কাদেরী, সাবেক প্রফেসর ইসলামী শিক্ষা বিভাগ আলীগড় ইউনিভার্সিটি (ভারত) "ইমাম আহমদ রেযা আওর তাহাফফুজে নামুসে রেসালত" শিরোনামে খতমে নবুয়তের মর্যাদা সংরক্ষণ বিষয়ে উর্দূ ভাষায় প্রবন্ধ লিখেন, যা এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযার মাসিক পত্রিকা মা'আরেফে রেযা ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৭. প্রফেসর মাহমুদ হোসাইন বেরলভী, প্রফেসর আরবী রুহাইল কিন্ড ইউনিভার্সিটি বেরেলী ভারত উর্দূ ভাষায় আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী কাব্য রচনায় ইমাম আহমদ রেযার অবদান বিষয়ে এমফিল ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। লাহোর রেযা একাডেমী গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে।

১৮. প্রফেসর ডঃ সৈয়দ জামাল উদ্দিন মারহারভী, অধ্যাপক ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ জামেয়া মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটি দিল্লী ভারত "ওহাবী কা তানাযুর মে বেরলভী তাহরীক কা মোতালেআ" অর্থাৎ ওহাবি দৃষ্টিতে বেরলী আন্দোলন পর্যালোচনা বিষয়ে উর্দূ ভাষায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেন, যা এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা'র মাসিকী মা'রেফে রেযা কারাচি থেকে ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯. প্রফেসর ডঃ সৈয়দ জামাল উদ্দিন মারহারভী, অধ্যপক ইতিহাস রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ জামেয়া মিল্লিয়া ভার্সিটি দিল্লী ভারত, ইমাম আহমদ রেযা আওর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কী আফকার" শিরোনামে উর্দূ ভাষায় প্রবন্ধ লিখেন, যা এদারা ১৯৯১ সনে গ্রন্থাকাওে প্রকাশ করেছে।

২০. প্রফেসর ডঃ সৈয়দ জামাল উদ্দিন মারহারভী "বেরলভী এন্ড খিলাফত মুভমেন্ট" শিরোনামে ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখেন যা মাসিক "মারেফে রেযা" করাচি গুরুত্ব সহকাওে প্রকাশ করেছে।

২১. প্রফেসর ডঃ গোলাম ইয়াহিয়া, অধ্যাপক ইসলামি"াডিস বিভাগ হামর্দদ ইউনিভার্সিটি দিল্লী ভারত "ইমাম আহমদ রেযা আওর মাওলানা তৈয়ব আরব মক্কি কী নযরিয়ায়ে তকলীদ কা এক তাকবুলি জায়েজাহ "শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন, যা মাসিক মারেফে রেযা, করাচি বার্ষিকীতে ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২২. প্রফেসর ডঃ গোলাম ইয়াহিয়া অধ্যাপক প্রাগুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় "ইমাম আহমদ রেযা আওর আল্লামা ইকবাল কা নয়রিয়া "শিরোনামে উর্দূতে প্রবন্ধ লিখেন, যা ১৯৯২ সনে মারেফে রেযা স্মারক বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়।

২৩. মুজিব আহমদ জুনিয়র রির্সাচ এসিট্যান্ট রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি, আ'লা হযরতের খলিফা ফকীহে আজম আল্লামা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ (রহঃ) এর উপর উর্দূ ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেন, যা বার্ষিক মারেফ রেযা কারাচি ১৯৯২ সনে প্রকাশিত হয়।

২৪. ডঃ উশাসানিয়াল, অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ কলম্বো ইউনিবার্সিটি নিউইর্য়ক আমেরিকা "মাওলানা আহমদ রেযা খান আওর ওলামায়ে আহলে সুন্নাত "শিরোনাম কলম্বো ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন, এ গবেষণাটি প্রবন্ধ নিউ দিল্লী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

২৫. মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী, উর্দূ বিভাগ আহলিয়া ইউনিভার্সিটি ভারত "ইমাম আহমদ রেযা কী উর্দূ শায়েরী "শিরোনামে প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেন, যা পাঠক প্রিয়তা অর্জন করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৬. প্রফেসর গোলাম মোস্তফা (মরহুম), অধ্যাপক ইসলামি শিক্ষা বিভাগ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ইউনিভার্সিটি মুলতান পাকিস্তান, ফাযেলে বেরেলী আওর উনকি ফকিহী খিদমাত শিরোনামে এম ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন।

২৭. কাযী আবদুন নবী কাউকাব (মরহুম), পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি রেযা দিবস উপলক্ষে পরপর তিন বৎসর প্রবন্ধ রচনা করেছে যা দায়েরাতুল মুসান্নিফীন লাহোর থেকে প্রকাশিক হয়।

২৮. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন নূরী, অধ্যপক ইসলামী শিক্ষা বিভাগ করাচি ইউনিভার্সিটি "আল হুতুতুর রউসীয়্যাহ "শিরোনামে আরবীতে প্রবন্ধ লিখেন, প্রবন্ধটি ১৯৮৯ সনে এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা থেকে প্রকাশিত হয়, যা বাগদাদেও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে পঠিত হয়।

২৯. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন নূরী, প্রগুপ্ত "ইমাম আহমদ রেযা কি সিরত ওয়া কিরদার "শিরোনামে উর্দূ ভাষায় প্রবন্ধ লিখেন, যা ইমাম আহমদ রেযা কনফারেন্স উপলক্ষে ১৯৮৭ সনের স্মরকে প্রকাশিত হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত

আল্লাহু আকবার,
ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪

ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৫-২০১৬ ইং সেশনে ভর্তি চলছে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজ

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৫ বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।
[২০১৫ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

ভর্তি চলছে

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূফী তত্ত্ব ও সূফী সাধনায় ফানা ও বাকা

ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

পূর্ব প্রকাশিতের পর শেষ অংশ-

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার তুমিত্ব জীবিত থাকবে,ততক্ষণ তুমি মাশুক (আল্লাহ) কে পাবে না; যখন তোমার তুমিত্ব থাকবে না, তখনই তোমার আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটবে। কাজেই দেখা যায়, ফানা দ্বৈতভাব বজায় থাকে, আমি ও তুমি-এ দুয়ের চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই থাকে। কিন্তু বাকা বিল্লাহ লাভ করলে দু'ভার আর থাকে না- এখানে যাতের মধ্যে সিফাত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যাতের মধ্যে সিফাত থাকে বটে, কিন্তু তা গুপ্ত অবস্থায়। এসময় পৃথক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। কেননা, উহুদিয়াতের (যাতের জগত) স্তরে সকল কিছুই যাতের রং ধারণ করে, যেমন অগ্নিতে কোন কিছু পতিত হলে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও রং হারিয়ে ফেলে অগ্নির বৈশিষ্ট্য ও রং (গুণ) ধারণ করে। পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রেমে মত্ত হয়ে আগুনে আত্মবিসর্জন দিয়ে আগুনের গুণ ও সত্তা লাভ করে, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পরমাত্মারা লা-মাকান লাভ করে যাতেরই মধ্যে আত্মবিসর্জন করে এবং যাতের অসীমত্বের মধ্যে অসীম গুণ ও সত্তা লাভ করে অসীম রূপ ধারণ করে। অন্য কথায় অন্তরে সসীমের কোন স্থান নেই। তখন সসীম থাকে না, একমাত্র অসীমই থাকে। এ স্তর সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, "কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহুহু" অর্থাৎ "আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই ধবংশপ্রাপ্ত হবে।" এমন এক অবস্থা,সেখানে আলম-ই-নাসুত (জড়গত) বা আলম ই-লাহুতের কোন বাধা নেই; সেখানে আধ্যাত্মিক জগত তথা অন্য কোন জগতও নেই। এখানে নেই কোন অস্তিত্ব নেই কোন অনস্তিত্ব; এখানে আছে বা নাই-এ কিছুই বলা যায় না। এখানে কোন ভাষাও কুলায় না, ইঙ্গিতও চলে না। এ জগতের কোন উপরও নেই, কোন নীচও নেই। এ ভুবনের কোন সংবাদ, কোন চিহ্ন নেই। এ জগত বে-নিশান, বে-মিছাল (উপমাবিহীন)। একমাত্র অসীমই এ অসীম জগতের মর্ম বোঝেন। খামসা আনাসিরের (পঞ্চভূত) তাজাল্লি নূর জালাল হতে আসমায়ে সিফাত উম্মেহাত প্রকাশ প্রায়। সালিকের সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-ধ্যারণা মোরাকাবা ও মোশাহাদার সাহায্যে স্বীয় আমিত্ব (আনাইয়াত) অসীম যাত ইলাহি আল্লাহর আমিত্বের (আনাইয়াতের) সাথে মিশে যাওয়ায় সালিক এক অভিনব জীবন লাভ করেন, মৃত্যুর পর জীবিত হন অর্থাৎ ফানার পর বাকা হাসিল করেন। বাকাপ্রাপ্ত হলে তখন আল্লাহর অনুভূতি সাধকের অনুভূতি, আল্লাহর অসীম চেতনাবোধেই তার মহাচৈতন্য। বাকাতে সাধক ও ষড় ঋপুর বৈচিত্র্যময়, অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও নৈসর্গিক জড়জগত থেকে আল্লাহ্‌র অসীম নিত্য ও মহাজগতে পাড়ি জমান। এ সময় তার অস্তিত্ব আল্লাহর অসীম অস্তিত্বের সাথে একান্ত ও একক অবস্থায় অনুভব করেন। এখানে দুই এর কোন রূপ,চিন্তা বা বোধ নেই। এই একত্ব ও একাত্মবোধকেই তওহীদ বলে। যেমন মাওলানা রুমী (র.) বলেন -

তুসরো গোম শওকে তওহীদ ই বুয়াদ
গোম সোদন গোম কনকে তফরিদ ই বুয়াদ।

অর্থাৎ "তারই ধ্যানে হারিয়ে যাও একেই তাওহিদ বলে, আপনা হারা ও হারিয়ে ফেলা একেই তফরিদ বলে।" এবং পবিত্র কালাম পাকেও আল্লাহ বলেন- "লা ইলাহা" অন্য কথায় এই স্থানে আমি (আল্লাহ) ব্যতীত কেউ নেই। সুফী সাধকের এ হলো চরম অনুভূতি ও পরম প্রাপ্তি। এই স্তর কথায় এই স্থানে আমি (আল্লাহ) ব্যতিত কেউ নেই। সুফী সাধকের এ হলো চরম অনুভূতি ও পরম প্রাপ্তি। এই স্তর সম্পর্কেই যাত পাক আল্লাহ পবিত্র হাদীস-ই-কুদসীতে বলেছেন, "ইন্নাল্লাহা তায়ালা ক্বালা"মান আ-দা লী ওয়ালিয়ান ফাকাদ আ যানতুহু লিল হারবে ওয়ামা তাকাররাবা ইলাইয়া আবদী বেশাইয়িন আহব্বা ইলাইয়া ইফতারাজতু আলাইহে ওয়ামা ইয়াজালু আবদী ইয়াতাকারাবো ইলাইয়া বিননাউফিলে হাত্তা আহবাবতুহু ফাইযা আহ বাবতুহু ফাকুনতু সামায়াহুল্লাজি ইসামায়ু বিহি ওয়া বাসারহুল্লাজি ইয়াবসিরু বিহি ওয়া ইয়াদাহুল্লাতি ইয়ুবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহুল্লাতি ইয়ামশি বিহা"। অর্থাৎ আল্লাহ বলেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

"যারা আমার অলীদের সাথে শত্রুতা রাখে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। খবরদার! যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তাখান আমি তাকে বন্ধু জানি।

যখন আমি তাকে বন্ধু জানি এমতাবস্থায় যে, আমি তার কর্ণ হই,যদ্দারা সে শ্রবণ করে; আমি তার চক্ষু হই, যা দ্বারা সে দর্শন করে, আমি তার হস্ত হই,যা দ্বারা সে ধারণ করে, আমি তার পদযুগল হই, যদ্বারা সে হেটে বেড়ায়। এ স্তরে সাধকের স্বীয় অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্বে স্থিতিলাভ করে এবং তার সত্তা ও গুণ তখন স্বয়ং আল্লাহরই হয়ে যায়।

মানুষের স্বীয় অস্তিত্ব রুহ। রুহ আল্লাহর আমর (আদেশ বা নির্দেশ নিশেষ)। আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাত (বাতাস)- এই আরবা আনাসির বা চতুর্ভূত আলমই খালকের অন্তর্গত' পক্ষান্তরে খামসা আনাসিরের একমাত্র রুহ (সাফা) আলম-ই-আমার এর অন্তগর্ত। আলম-ই-খালক ধ্বংসশীল এবং আলম-ই-আমার আল্লাহর নিকট প্রত্যাবতনকারী অসীম যাতের (সত্তার) কুদরত (শক্তি) বিশেষ। তাই, যাতের কাছে ফিরে গিয়ে যাতের মধ্যে মিলিত হওয়াই রুহের মূল উদ্দেশ্য। এজন্যই পবিত্র কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে, "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" অর্থাৎ আমরা আল্লাহর দিকে থেকে এসেছি এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, আল্লাহতেই সামাহিত ও বিলীন হওয়া এবং তাতেই পুনর্জীবন লাভ করা রুহের বা আত্মার আসল লক্ষ্য। বাকাবিল্লাহতে সূফীর এই পুনর্জীবন লাভ হয়। এ সময় আল্লাহই সাধকের মাধ্যমে স্বীয় কর্ম সম্পাদন করেন। এ স্তরে তাই সাধারণ মানুষের কথা, কাজ ও হাব ভাবের সাথে সূফী সাধকের কথা, কাজ ও হাব ভাবের পার্থক্য ও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুখে বের হয়েছিল, "আমিই মহাকাল"। এবং "মান রায়ানী ফাকাদ রায়াল হাক্কা" অর্থাৎ যে আমাকে দেখল, সে হক (পরম সত্যকেই দেখল)।

এ স্তরে হযরত আলী (র.) এর মুখনিঃসৃত বানী, "হাযাল কুরআনু সামিতুন ওয়া আনাল কুরআনু নাতিকুন" অর্থাৎ 'এ কুরআন নির্বাক, এবং আমি সবাক (জিবন্ত) কুরআন। বাকাবিল্লাহর স্তরে আরোহন পূর্বকই হযতর মনসুর হাল্লাজ (র.) এর মুখে বের হয়েছিল, "আনাল হক" বা "আমিই হক বা সৃষ্টিশীল পরম সত্য আল্লাহ"। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) এর মুখে শ্রুত হয়েছিল, "মহিমা আমারই"। এতদ্ব্যতীত সুফীশ্রেষ্ঠ হযতর আমীল খসরু (রহ.) এই স্তরে আরোহন করেই বলেছেন ঃ

মানতু শুদম তু মান শুদি মানতান শুদম তু জাঁ শুদি।
তাঁকশ না গোয়েদ বাদ আজই মানদিগর তু দি গরী।

অর্থাৎ "আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ এবং তুমি প্রাণ, এরপর যেন কেউ বলতে না পারে যে, আমি একজন আর তুমি আর একজন। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

অর্থাৎ "আল্লাহ আল্লাহ জগতে জগতে মানুষই আল্লাহময় হয়ে যায়; এ কথা কি করে সাধরণ লোক বিশ্বাস করে ? বাকার এই স্তরেই হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ) এর মুখনিঃসৃত বাণী হলো ঃ

খাওয়াহীকে রাখম বানীদার বেহারা মান বানগর
মান আয়না ওয়েম ও সিস্ত খোদা আজ মান।

অর্থাৎ "তুমি যদি আল্লাহর মুখ দর্শন করেতে চাও, আরার চেহারার দিকে তাকাও। আমি তার দর্পন, সে আমা হতে পৃথক নয়।" হযরত আবু বকর শিবলী (রাঃ) এ স্তরেই বলেছিলেন - ' আমিই কথা বলি আর আমিই শুনি, এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

বাকাবিল্লাহ সাধকের সর্বশেষ স্তর। মোটকথা এই স্তরে সূফী সাধক আল্লাহর চিরন্তর, শাশ্বত ও অসীম সত্তার স্থায়িভাব স্থিতি লাভ করেন। সাধক এ স্তরে কুতুব, গাউস, আরিফবিল্লাহ প্রকৃতি লকব ও সম্মানের অধিকারী হন। তিনি এ স্তরে অমরতা লাভ করে চিরজীবী ও চিরঞ্জিব হন। এ সকল জীবন ও মৃত্যু তার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। তিনি এ স্তরে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরময় হয়ে যান। মূলতঃ বাকাবিল্লাহ আল্লাহতে সাধকের চিরন্তন স্থিতি লাভেরই নামান্তর।

এ স্তরে সাধক মোশাহেদায় ও সাধারণ অবস্থায়, নিদ্রা ও জাগরণে সর্ব অবস্থায়ই একমাত্র আল্লাহকেই প্রত্যক্ষ করেন, উপলব্ধি করেন; তাওহীদের দ্বিরূপ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই এ স্তরে বিদ্যমান থাকে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাধারণত মুসলমানরা আল্লাহর ভয়ে ইবাদত বন্দেগী করেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী এবং একমাত্র প্রভু, সেহেতু তিনি পুণ্যবানকে জান্নাত ও পাপীদের দোযখ দেবেন। কাজেই সাধারণ মুসলমানরা বেহেশতের লোভে ও দোযখের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। এরা মনে করেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি মাত্র সম্পর্ক তা হল প্রভু-ভৃত্য। পক্ষান্তরে সূফীগণ আল্লাহর সাথে বহুবিধ সম্পর্ক কল্পনা করেন। তম্মধ্যে আশেক মাশুকের সম্পর্কই প্রধান। সূফীরা আল্লাহকে মাশুক বা প্রেমাস্পদ মনে করেন। আর নিজেকে তার আশিক বা প্রেমিক মনে করেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য, তার মিলন সুধা পানের জন্য সূফী ইবাদতে মশগুল হন। জান্নাতের লোভ বা দোযখের ভয় তাকে মোটেই বিচলিত করতে পারে না। আল্লাহকে লাভ করে আল্লাহর মাঝে লীন হয়ে আল্লাহময় হওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানে জড়জগতের কোন চিন্তা তার নেই। এজন্য সূফীদের ইবাদত নিস্কাম ও স্বার্থশূন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সূফীদের পদাংক অনুসরণ করে এরূপ স্বার্থহীন ইবাদত করার তাউফিক দান করুন। আমিন

নারায়ে তাকবির
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহ আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ [ﷺ]
ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা খতীবঃ উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (র.)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজগুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি
০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী
০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

বাংলাদেশ যুবসেনা
BANGLADESH JUBOSENA

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

-: যোগাযোগ :-
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ, ০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী, ০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'র ন্যায়ভিত্তিক ভাবনা

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন

মুসলিম উম্মাহ আজ বহু মতাদর্শ ও মতবাদে বিভক্ত। আক্বীদা ও আমলসহ দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ. ন্যায়ভিত্তিক নীতি অবলম্বন না করাই এ বিভক্তির অন্যতম করণ। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করার কারণে মুসলিম উম্মাহকে উম্মতে ওয়াসাত (তথা শ্রেষ্ঠ উম্মত) নামে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন -

وكذالك جعلنكم امة وسطا

আর (হে মুসলমানগণ) এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি (শ্রেষ্ঠ জাতি) রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। [সূরা বাক্বারাহ -২/১৪৩]

হাদিস শরীফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মধ্যপন্থাই উৎকৃষ্ঠ পন্থা। চরম ও নরম উভয় পন্থাই বর্জনীয়। যেমন হুযূর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন -

اوسطها خير الاعمال

আমলের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই উৎকৃষ্ট আমল।[বাযহাকী : শু'আবুল ঈমান -৩/৪০২ হাদীস নং ৩৮৮৭]

এখানে উল্লেখ্য, মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করার মধ্যেই যাবতীয় শৃঙ্খলা নিহিত। আর এ নীতি পরিহারের কারণে যুগে যুগে সকল ধর্ম ও মতবাদের অনুসারীগণ আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে নিপতিত হয়ে গোমরাহীর গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। (আল্লাহরই পানাহ)

ইসলামী আক্বীদা ও আমলে চরমপন্থা (افراط) ও নরমপন্থা (تفريط) -এর শিকার হয়ে মুসলিম উম্মাহ আজ বহু দল-উপদল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হাদীসের পরিভাষায়, নাজী বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই" একমাত্র দল যা আক্বীদা ও আমলের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম ও নরমপন্থা পরিহারপূর্বক ভারসাম্যপূর্ণ পন্থাই অবলম্বন করে 'উম্মতে ওয়াসাত' শ্রেষ্ঠ উম্মত)-এর গৌরব ও মর্যাদাকে ধরে আছে। শুধু তা নয়, সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ও আদর্শ বজায় রাখাই উম্মাহর মাঝে সত্যপন্থী হওয়ার বিশেষ আলামতও। কিন্তু অতীত দুঃখের বিষয় মুসলিম উম্মাহর ওই নাজাতপ্রাপ্ত একমাত্র দলটির আজ কোন কোন ক্ষেত্রে চরম ও নরম (تفريط ও افراط) এর শিকার হয়ে আসছে। তাই মুসলিম উম্মাহর আক্বীদা ও আমলসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের নামে চরম-নরমপন্থা বর্জন করে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতির সৌধ গড়তে যুগে যুগে উম্মাহর মাঝে সত্যনিষ্ঠ আলিম, ফকীহ-মুজতাহিদ, মুসলিম ও মুজাদ্দিদের শুভগমন হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বের বুকে যে সব মহান মনীষী ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ও আদর্শের প্রচার-প্রসারে বস্তনিষ্ঠ কাজ করে গেছেন তাদের মধ্যে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

আমরা জানি, ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের পর সারা উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের ওই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে সিপাহী বিপ্লবের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ- ১৮৫৬ সালের ১৪ জুন (১২৭২ হিজরি ১০ শাওয়াল) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার জন্ম হয়। ধূর্ত ইংরেজ শাসক উপমহাদেশের শাসক জাতি মুসলমানের আক্বীদা ও আমলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে শিয়া, কাদিয়ানী, দেওবন্দী- ওয়াহাবী, লা-মাযহাবীসহ নানা ভ্রান্ত দলের আবির্ভার হয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ওই সব ভ্রান্ত দল- উপদলের স্বরূপ উম্মোচন করেন এবং ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও বিশ্বাসকে তুলে ধরার জন্য নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর বিপ্লবী ভূমিকায় আক্বীদাগত অঙ্গনে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে নীতিগুলোকে বাতিলপন্থীরা চরম বাড়াবাড়ির কারণে শিরক-বিদআতের ফাতওয়া দিয়ে আসছিলো। আ'লা হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ওইগুলোর আসর স্বরূপ লিখনির মাধ্যমে তুলে ধরেন এবং বাতিলপন্থীদের ভ্রান্তি চিহ্নত করেন। তেমনিভাবে আহলে সুন্নাতের মা'মুলাত(কার্যাদি) এর আড়ালে নিজ মতাদর্শের অনুসারীদের মধ্যে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে বা যে ব্যাপার অবহিত হয়েছেন ওইগুলোর আসল রূপও তিনি উন্মোচন করতঃ সর্বক্ষেত্রে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পান। ফলে আমরা তাকে আপন-পর সকলের বিরাগভাজন হতে দেখি। এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার এক নাতিয়া কাব্যে প্রিয় রাসূলের দরবারে ফরিয়াদের সূরে বলেছেন - অর্থাৎ - এরা রাসূলাল্লাহ ! আমি এদিকে দ্বীনের শত্রুদের শত্রুতা আর অন্যদিকে হিংসুকদের হিংসার শিকার। তাকে সাহায্য করুন। আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ অবতীর্ণ হোক। [হাদায়িক-ই বখশিশ; কাসীদা-ই দরূদ দ্রষ্টব্য]

এভাবে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আপন-পর কারো নিন্দা ও শত্রুতার ভয় না করেই মুসলিম উম্মাহর ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনতিসহ সর্বক্ষেত্রে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ও আদর্শের প্রচার ও প্রসার করে যান।

যে সব বাহ্যিক কাজ সুন্নী হওয়ার স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে ওই সব কাজে ও আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যাচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন সুন্নীয়তের অঙ্গনে বিতর্ক বা বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে নিষ্কলুষ একটি দল সম্পর্কে বাতিলপন্থীরা সমালোচনার সুযোগ পাচ্ছে।

আলোচ্য নিবন্ধে এমন কিছু বিষয়ে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর ন্যায়ভিত্তিক ভাবনাকে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

১.তাসাওউফ ও ইসলাম

ইসলামী শরিয়তের জাহিরী আহকাম (বিধি-বিধান) যা ফিকহ নামে পরিচিত আর রূহানী ও বাতিনী আহকাম যা দ্বিতীয় হিজরীতে গিয়ে যুহদ, রাকাইক, তাসাওউফ ও ত্বরীকত প্রভৃতি নামে পরিচয় লাভ করে। তাসাওউফকে কুরআনি পরিভাষায় 'তাযকিয়া -ই নুফূস' (আত্মর পরিশুদ্ধি) আর হাদীসের পরিভাষায় 'ইহসান বলা হয়। তাসাওউফের সকল রীতিনীতি রিসালত ও সাহাবা-ই কিরামের যুগে কার্যত বিদ্যমান ছিল। ফলে তাসাওউফকে বাদ দিয়ে প্রকৃত ইসলামের কল্পনাও করা যায় না। তাই প্রত্যেক যুগের সত্যপন্থী প্রতিজন ফকীহ ও মুজতাহিদ এক একজন সূফীর ছিলেন। কিন্তু তাসাওউফের নামে সৃষ্ট কিছু ভন্ড সূফীদের শরীয়তগর্হিত কাজের দরুন একদল লোক তাসাওউফকে একেবারেই অস্বীকার করে চরম পন্থা (افراط) -এর নীতি গ্রহণ করে; আবার অন্যদল তাসাওউফের আড়ালে শরিয়ত বর্জনের নরম নীতি (تفريط) গ্রহণ করে। এ দুটি দোষ বর্জিত ভারসাম্যপূর্ণ নীতিতে তাসাওউফকে আপন স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অনেকেই কাজ করে গেছেন। হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীতে আ'লা হযরতও এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে যান। তার ওই চরম ও নরম পন্থা মুক্ত ভাবনা হচ্ছে -"শরিয়ত হর মূল, আর ত্বরীকত হল তার শাখা। তাই শরিয়ত হল ঝর্ণার উৎসমূল আর তরিকত হল এ থেকে সৃষ্ট দরিয়া। শরিয়ত থেকে ত্বরীকতকে আলাদা করা অসম্ভব ও কঠিন। শরিয়তের উপর তরিকত নির্ভরশীল। শরিয়ত হলো সব কিছুর মূল ও মাপকাঠি। এটা বাদ দিয়ে মানুষ যে পথ অবলম্বন করে তা আল্লাহর পথ থেকে যোজন দূরে। শরিয়ত ভিন্ন এ পথে চলা অবৈজ্ঞানিক ও অসম্ভব। আর শরিয়তের অনুসরণ ব্যতীত সমস্ত পথই প্রকৃতার্থে রহিত ও ভ্রষ্ট। [মাকালুল উরাফা, পৃ-৮৯]

২. পীর-মুরিদি

তাসাওউফের পথ পরিক্রমায় প্রকৃত পীরের শিষ্যত্ব (মুরিদ হওয়া) গ্রহণ করে তরিকতের পথে অগ্রসর হওয়া সূফী তরিকার অন্যতম অনুসঙ্গ। কিন্তু একদল পীর-মুরিদিকে ব্যক্তিপূজা,ক্ষেত্র বিশেষে মূর্তি পূজার সাথে তুলনা করে চরম নীতির (افراط) -এর শিকার হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যদর পীর-মুরিদিকে জাগতিক লাভজনক ব্যবসা মনে করে যোগ্যতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ না হয়ে নিজেকে বংশীয় ধারায় 'পীর' ঘোষণা দিয়ে নরমপন্থা (تفريط) এর শিকার হয়েছে এতে প্রকৃত তরিকত ও তাসাওউফের প্রকৃত স্বাদ নিতে হলে প্রকৃত পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অপরিহার্য। [বায়আত ও খিলাফতের বর্ণনা]

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি একজন প্রকৃত পীরের নূন্যতম যোগ্যতার মানদন্ড তুলে ধরে বলেন "পীরের মধ্যে চারটি শর্ত থাকা অপরিহার্য। ১. তরকতের শায়খ পরম্পরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছা। অর্থাৎ পীরের শায়খগণের ধারায় কেউ বদ্ আক্বীদাধারী না হওয়া।

২. আলিম হওয়া। অর্থাৎ নিজ প্রয়োজন মত ফিকহী জ্ঞান থাকা,আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হওয়া এবং কুফর ও ইসলাম আর গোমরাহী ও হিদায়তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান ও বিজ্ঞ হওয়া।

৩. পীর সুন্নী ও বিশুদ্ধ আক্বিদাধারী হওয়া এবং

৪. প্রকাশ্য ফাসিকী কাজ থেকে দূরে থাকা। যেমন- দাড়ি মুন্ডানো, প্রকাশ্যে না জায়েয ব্যবসা-বাণিজ্য করা, গায়র মুহরিম এর সাথে অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি ফাসিকী কাজ থেকে বিরত থাকা। [বায়আত ও খিলাফতের বিধান]

আল্লাহর কোন পূন্যাত্মা বান্দার শিষ্যত্ব গ্রহন করে তরিকতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া বরকতময়, যা সুন্নাত ও মুস্তাহাব। কিন্তু তাসাওউফের উচ্চ সোপান অতিক্রম করার মাধ্যমে 'বাকা ও ফানা'র মর্যাদা অর্জন করার নিমিত্তে তরিকতের প্রত্যয়ী পথযাত্রীর জন্য শরিয়ত ও তরিকতের প্রত্যায়ী পথযাত্রীর জন্য শরিয়ত ও তরিকতের কামিল-মোকাম্মেল পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অপরিহার্য। কামিল পীর ছাড়া এ পথ পাড়ি দেওয়া বড়ই কঠিন। বায়আত ও পীর-মুরিদি সম্পর্কে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর অভিমত এটাই। [বায়আত ও খিলাফত বিধান দ্রষ্টব্য]

৩. আউলিয়া-ই কিরামের মাযার যিয়ারত ও ওরস কেন্দ্রীয় কর্মকান্ড ঃ-

আল্লাহ তা'আলার মাকবুল পূন্যাত্মা বান্দা ওলীগণের মাযার যিয়ারত ও সেখানে গিয়ে দোয়া করা একেবারেই না-জায়েয ও শরিয়ত গর্হিত কাজ মনে করে চরমপন্থা (افراط) গ্রহণ করে আছে একদল। পক্ষান্তরে অন্যদল যিয়ারতের ক্ষেত্রে আউলিয়া-ই কেরামের মাযারকে সাজদা ও তাওয়াফ করা, ওরস ও সামা'র নামে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা এবং তাদের ওসীলা নিয়ে দোয়া করার ক্ষেত্রেও নানা অসকর্কতার দুরুন নরমপন্থা (تفريط) এর শিকার। ফলে চরমপন্থীরা এ সব কাজকে হারাম ও না-জায়েয এমনকি 'শিরক' বলে বাড়াবাড়ি করে চরম সীমা অতিক্রম করছে। অন্যদিকে এক শ্রেণীর মাযার যিয়ারতকারীদের না-জায়েয কর্মকান্ডের দরুন গোটা সুন্নী সমাজকে মাযার পূজারী ইত্যাদি অহেতুক সমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ দুই চরম ও নরমপূর্ণ নীতি জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি কবর ও পীর-ফকীরদের সাজদা করা প্রসঙ্গে বলেন- 'ওহে প্রিয় মুসলিম সমাজ ! হে মোস্তাফার শরিয়তের অনুসারী ! আল্লাহ ও রাসূলের ফরমান জেনে রাখ ! মনে প্রাণে একীন করো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদতের নিয়তে সাজদা করা নিশ্চিত ও সর্বসম্মতাভাবে কঠিনতম শিরক এবং প্রকাশ্য কুফরী। আর সাজদায়ে তাহিয়্যা বা সম্মানার্থে সাজদা করা হারাম, নিশ্চিতভাবে কবীরা গুনাহ। [আয যুবদাতুস যাকীয়্যাহ পৃ-৫]

কবর যিয়ারতের আদব বর্ণনা করতে গিয়ে আ'লা হযরত বলেন, 'যিয়ারতের সময় না দেওয়ালে হাত লাগাবে, না চুমু দেবে, না একে জড়িয়ে ধরবে, না এর তাওয়াফ করবে। আর না মাটি চুম্বন করবে। এসবই বিদ'আতে কাবীহা বা গর্হিত বিদ'আত। তিনি আরো বলেন,' পবিত্র কা'বা মুয়াযযামা ব্যতীত অন্য কিছুকে সম্মানার্থে তাওয়াফ করা জায়েয নেই। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে সেটার সম্মানার্থে সাজদা করা আমাদের শরিয়তে হারাম। কবর চুমু দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা হচ্ছে না করা। [আহকামে শরিয়ত ৩য় খন্ড, ফাতওয়া-ই রযভীয়া ১০ম খন্ড, পৃ.৭৭]

তিনি আরো বলেন, যিয়ারতের সময় আউলিয়া-ই কিরামের আস্তানায় চুমু দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। এবং চোখের সাথে লাগানোও বৈধ। করণ শরিয়তে এ ব্যাপারে নিষেধ আসে নি। আর শরিয়তে যে সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আসেনি তা না জায়েয হতে পারে না। [ফাতওয়া-ই রযভীয়া,৪র্থ খন্ড, পৃ-৮]

pdf By Syed Mostafa Sakib

আউলিয়া-ই কেরামের মাযারে আগত মেহমান এবং সেখানকার অসহায় নিঃস্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য টাকা,পয়সা,খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি উপহার হিসেবে নিয়ে যাওয়া, যাকে প্রচলিত ভাষায়'নযর-নায়ায' বলা হয়, বৈধ। এটা একটি পূন্যময় আমল, যার মৌলিক ভিত্তি কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান। বুভূক্ষ মানুষের অন্নের সংস্থান করাকে আল্লাহর পূন্যাত্মা বান্দা আউলিয়া-ই কেরাম নফল ইবাদত থেকে বেশি সাওয়াবের কাজ বলে মনে করেন। তাই পৃথিবীর যেখানে আহলুল্লাহর মাযার থাকে সেখানে লঙ্গর ব্যবস্থার মাধ্যমে বুভুক্ষ মানুষের ক্ষুধা নিবারণের সুব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু এক দল লোক লঙ্গরকে না-জায়েয ও হারাম মনে করে আর অন্যদল লঙ্গর ও নযর-নায়াযকে নিয়ে মনগড়া কথাবার্তা বলে থাকে। কেউ এ লঙ্গর ও তাবাররুককে প্রত্যেক গুনাহর মুক্তির গ্যারান্টি মনে করে। অবশ্যই বুযর্গানে দ্বীনের মাযার এবং তাদের সান্নিধ্য নিঃসন্দেহে কল্যাণ ও বরকতের কারণ। তার ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা বিপন্ন মানুষের বিপদাপদ ও রোগমুক্তি ইত্যাদি করে থাকে। কিন্তু তাবাররুক ও লঙ্গর নিয়ে ভিত্তিহীন কথা বলা অবশ্যই পরিত্যাজ্য এবং এসবের গলদ ব্যবহার কাম্য নয়। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ওরসের শিরনীর ব্যাপারে কেউ যদি বলে যে, যে এটা খাবে তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত এবং দোযখ হারাম। এ প্রকার উক্তি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি ? তিনি এর জবাবে বলেন, এ সবই অনুমাণনির্ভর ও বাজে মন্তব্য। আল্লাহই ভাল জানেন, কে জান্নাতের অধিকারী আর দোযখ কার জন্য হারাম। ওরসের শিরনী খাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ রাসূলের কোন প্রতিশ্রুতি এমন নেই যার উপর ভরসা করে এ বিধান প্রযোজ্য করা যায়। এটা আল্লাহর প্রতি অপবাদ দেওয়ার নামান্তর আর তা না-জায়েয। [ফাতওয়া-ই রযভীয়া, ৪র্থ পৃ. ২১৯]

অনেক ক্ষেত্রে মাযারে ফাতিহা পাঠ এবং মাযারস্থ ওলীর তাওয়াস্সূল (ওসীলা নিয়ে দোয়া করা) এর বচনের পার্থক্যের কারণে এ শরিয়ত সম্মত কার্যাদির ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীর সমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে একদল এ সব শরিয়ত সম্মত বিষয়কে একেবারে অস্বীকার করে চরমপন্থার শিকার আর অন্যদল অবজ্ঞার কারণে নরমপন্থার শিকার হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে সাওয়াবের জায়গায় হারাম ও না-জায়েয কর্ম করে বসে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর কাছে মাযারে ফাতিহা কীভাবে পড়বে জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বলেন, 'মাযার শরীফে উপস্থিত হওয়ার সময় পায়ের দিক দিয়ে যাবেন, কমপক্ষে চার হাত দূরত্বে দাড়াঁবেন। মধ্যম স্বরে আদব সহকারে সালাম আরজ করবেন। (কুরআন) খতম ইত্যাদি পড়ে আল্লাহর কাছে এ ভাবে দোয়া-প্রার্থনা করবেন যে, 'ইলাহী ! আমার তেলাওয়াতে আমাকে ওই পরিমাপ সাওয়াব দান কর যা তোমার দয়া লাভের উপযুক্ত হয়, ততটুকু নয় যা আমার আমলের উপযোগী হয়। আর ওই সাওয়াব আমার পক্ষ থেকে এ মাকবুল বান্দাকে হাদিয়া স্বরূপ পৌছান। অতঃপর নিজ জায়েয উদ্দেশ্যেও জন্য দোয়া করুন এবং সাহেবে মাযারের রূহকে আল্লাহর দরবারে নিজ ওসীলা সাব্যস্ত করুন। আর এভাবে সালাম করে ফিরে আসুন। মাযারে না হাত লাগাবে, না চুমু দেবে। সবার ঐক্যমতে তাওয়াফ না-জায়েয আর সাজদা হারাম। [ফাতওয়া রযভীয়া ৪ খন্ড পৃ; ২১২]

এভাবে মাযারের কোন গাছ-পালার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, কোন ওলীর নামে বানোয়াট মাযার নির্মাণ করা, ওলীগণের নামে ছেলে সন্তানের মাথায় ঝুটি বাঁধানো ইত্যাদি মাযারকেন্দ্রিক শরিয়ত বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শরিয়তের সঠিক ফায়সালা প্রমাণ পূর্বক শরিয়ত ও তরিকত সম্পর্কে চরম ও নরমপন্থার শিকার মুসলমাদেরকে সতর্ক করেন এবং ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক নীতির প্রচার ও প্রসার ঘটান। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইয্যত ও ওয়াকার রক্ষায় আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর প্রচারিত শরিয়ত সম্মত এসব নীতির অনুশীলন ও চর্চা সময়ের একান্ত দাবি। সব ধরণের লোভ-লালসা পরিহার করে এ ব্যাপারে সত্যপন্থী আলিম উলামাদের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাঁদের শেষ বুধবার আখেরী চাহার শোম্বা

সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ তিন মাস গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র বিদায়ী হজ্জের দিন অর্থাৎ ১০ম হিজরীর ৯ই জিলহজ্ব তারিখে আরাফাতের দিনে হুজুরের মহা প্রস্থানের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম" আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে। সে দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত আয়াত শুনে কেঁদে জার জার হয়েছিলেন। অথচ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতটি ছিল খুশীর ও আনন্দের। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) এর অন্তদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এর অন্তর নিহিত ইঙ্গিত। উক্ত আয়াতে দ্বীনের পরিপূর্ণতা, খোদায়ী নেয়ামতের পরিসমাপ্তি ও দ্বীন ইসলামের উপর খোদায়ী রেযামন্দীর ঘোষণায় হযরত আবু বকর (রাঃ) বুঝে ফেলেছিলেন যে-পরিপূর্ণতা, পরিসমাপ্তি ও রেযামন্দি ঘোষাণার পর করণীয় আর কিছুই থাকে না। শুধু বিদায়ের প্রস্তুতিই একমাত্র সম্বল। তাই অন্যান্য সাহাবীগণ বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে সেদিন আনন্দ করলেও পরে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন বলেছিল- "হয়তো এই হজ্বই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্ব"। এরপর মীনাতেও আর একটু পরিস্কার করে বলেছিলেন- "আল্লাহ তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাত নির্বাচন করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু তার সেই প্রিয় বান্দা আখেরাতকেই গ্রহণ করেছেন। সাহাসীগণের মধ্যে সেদিন শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীনাতে কোরবাণী শেষে মাথা মুন্ডন করে চুল মোবারক সাহাবীগণের মধ্যে তাবাররুক হিসাবে বন্টন করে দেন। এটাও ছিল বিদায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। ঐ চুল মোবারকই কিছু কিছু বংশ পরম্পরায় সুরক্ষিত হয়ে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান আছে। তুরস্কের ইস্তাবুলে ও কাশ্মীরের হযরত বাল মসজিদে সেই পবিত্র চুল মোবারক হেফাজতে রয়েছে এবং নবী প্রেমিকদের যিয়ারত গাহে পরিণত হয়েছে।

আখেরী চাহার শোম্বা ঃ

সকালে রোগ বিরতি ও রোগ মুক্তির গোসল ঃ

সফর মাসের শেষ বুধবার ৩০ শে সফর। সকাল বেলা হঠাৎ করে জ্বরের বিরতি হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ডেকে বললেন আয়েশা ! আমার জ্বর কমে গেছে। আমাকে গোসল করিয়ে দাও। সে মতে হুযুরকে গোসল করানো হলো। তিনি সুস্থ বোধ করলেন। এটাই ছিল হুযুরের দুনিয়ার শেষ গোসল। এটাই ছিল শেফার গোসল। তাই প্রতি বৎসর মোমিনগণ শেফার নিয়তে এই দিন গোসল করে' দু'রাকাত নফল নামায পড়ে হুযুরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করে থাকেন। আল্লামা নবভী (রহঃ) "আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ" গ্রন্থে এদিনের গোসলকে মোস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। ফাজায়েলে গুহুর ওয়াস সিয়াম গ্রন্থে চিনির বরতনে আয়াতে শেফা ও ৭ সারাম লিখে তা ধুয়ে পান করলে পাইলস বিমার থেকে শিফা পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গোসল করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি ফাতেমা ও নাতীদ্বয়কে ডেকে এনে সকলকে নিয়ে সকালের নাস্তা করলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) এবং সুফফাবাসী সাহাবীগণ এ সংবাদ বিদ্যুতের গতিতে মদিনায় অলি গলিতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ঘরে ঘরে শুরু হলো সদ্কা, খায়রাত, দান সাখাওয়াত ও শুকরিয়া জ্ঞাপন। হযরত আবু বকর (রাঃ) খুশীতে পাঁচ হাজার দিরহাম ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দান করলেন দশ হাজার দিরহাম এবং হযরত আলী (রাঃ) দান করলেন তিন হাজার দিরহাম। মদিনার ধনাঢ্য মুহাজির সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) খুশীতে আল্লাহর রাস্তায় একশত উট দান করে দিলেন। (সুবহান্নাল্লাহ)।

আখেরী চাহার শোম্বা এমনই একটি দিন-যে দিনের সকালে আনন্দ আর বিকালে বিষাদের ছায়া। ঐ দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে সুস্থতা বোধ করে গোসল করেছেন। কিন্তু দুপুরেই পুণরায় প্রবল জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বরেই ১২ দিন পর ১২ ই রবিউল আউয়াল সোমবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে বেছালে হক্ব প্রাপ্ত হন। হযরত আলী (রাঃ) সূত্রে ইন্তিকালের এই সুনির্দিষ্ট তারিখটি বর্ণিত হয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) এটিকেই শুদ্ধতম রেওয়ায়েত বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওজুতে ঘাঁড় মাসেহ করা নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

কিছু দিন পূর্বে বর্তমানের ভয়ংকর ফিতনা আহলে হাদিসদের একটি গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। গ্রন্থটির নাম হল **'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত'** (যা আছ-ছিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী হতে প্রকাশিত)। লিখক হলেন আহলে হাদিসদের তথাকথিত শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিন। এই গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট হল এতে ভুয়া তথ্য পুঞ্জি এবং হানাফী মাযহাবের গূরুত্বপূর্ণ সকল মাস'য়ালাকে জাল হাদিসের উপর ভিত্তি প্রমাণ করা। এই গ্রন্থটির সম্পূর্ণ খণ্ডন ইনশাআল্লাহ অচিরেই আপনারা পাবেন আমার লিখিত প্রকাশের পথে *'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন ২য় খণ্ডে'*। এখন আমি আমার এ (প্রকাশের পথে) গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে হানাফীদের প্রতি আহলে হাদিসদের একটি গূরুত্বপূর্ণ আপত্তির নিষ্পত্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করছি। হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া হল ওজুতে ঘাঁড় মাসেহ করা মুস্তাহাব; আর মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য যঈফ হাদিসই যথেষ্ট। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"ওযুতে ঘাঁড় মাসাহ করার পক্ষে ছহীহ কোন প্রমাণ নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই জাল ও মিথ্যা।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ঘাড় মাসেহ করা প্রসঙ্গে আমি আমার 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ১ম খণ্ডে কিছু হাদিসে পাক উল্লেখ করেছি যারা পড়েছেন তারা অবশ্যই দেখেছেন। আমি আশ্চর্যিত যে মুহসিন সাহেব কথায় কথায় যে কোন বিষয়ে দলিলের দাবী করে দলিল বিহীন ভাবে এমন একটি কথা কিভাবে বলতে পারলেন।

হানাফীদের পক্ষের প্রথম হাদিস ঃ ইমাম তাবারানী ও ইমাম বায্যার সংকলন করেন-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم... ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ ظَاهِرَ اُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ رَقَبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتَهُ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ

-"হযরত ওয়াইল ইবনে হুজুর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (দ.)-এর ওযূর পদ্ধতি দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ করেন....তারপর তিনি তিন বার মাথা মাসেহ করলেন এবং দুই কানের পিঠ মাসাহ করেন ও ঘাড় মাসাহ করেন, দাড়ির পার্শ্ব মাসাহ করেন মাথার অতিরিক্ত পানি দিয়ে।"[১]

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- "বর্ণনাটি জাল। ইমাম নববী (রহ.) বলেন-

لِأَنَّ هَذَا مَوْضُوعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"এটা জাল। নবী (ﷺ)-এর বক্তব্য নয়।"[২]

মিথ্যা বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা দেখলেন তিনি ইমাম নববী (রহ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে এ হাদিস প্রসঙ্গে তিনি এ উক্তি করেছিলেন। আসলে কী তাই? আমরাও সত্য জানতে আগ্রহী। দেখুন ইমাম নববী (রহ.) এ বক্তব্য কোন হাদিসের প্রসঙ্গে লিখেছেন। ইমাম নববী (রহ.) লিখেন-

قَوْلُ الْغَزَالِيِّ إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ فَغَلَطٌ لِأَنَّ هَذَا مَوْضُوعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[১] .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/৪৯পৃ. হা/১১৮, ইমাম বায্যার, ১০/৩৫৫পৃ. হা/৪৪৮৮, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৩২পৃ. হা/১১৭৮

[২] .ইমাম নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব, ১/৪৬৫পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

-"ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন, ঘাড় মাসেহ করা সুন্নাত। যেমন নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ওজুতে ঘাড় মাসেহ করবে কেয়ামতে তার ঘাড় নিরাপদ থাকবে। এটি ভুল আমি বলবো এটি জাল। রাসূল (ﷺ)-এর কালাম বা বাণী নয়।"[৩] পাঠকবৃন্দ! আপনারই দেখলেন যে তিনি কোন হাদিস প্রসঙ্গে এ কথা বলেছিলেন? আর তিনি কিভাবে সনদবিহীন কথাকে ধোঁকাবাজি করে আরেক সনদসহ হাদিস প্রসঙ্গে তিনি এ কথা লাগিয়ে দিলেন। আল্লাহ এ মিথ্যাবাদী হতে আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

ইমাম হাইছামী (রহ.) এ হাদিসটির প্রসঙ্গে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَفِي سَنَدِ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"ইমাম তাবরানী ও বায্যার হাদিসটি সংকলন করেছেন, সনদে সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার রয়েছেন তাকে ইমাম নাসাঈ অধিক শক্তিশালী নয় বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। উক্ত সনদে মুহাম্মদ বিন হুজর যঈফ রাবী আছেন।"[৪] এ সনদে সাঈদ রাবী কোন আপত্তিকর নয়, তিনি ছিলেন তাবেয়ী এবং সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রাঃ)-এর সাহেবজাদা। তিনি তার পিতা থেকে হাদিস শুনা বৈধ। ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন- له أحاديث عن أبيه. -"তিনি তার পিতা হতে হাদিস বর্ণনা করতেন।"[৫] ইমাম নাসাঈ (রহ.) অনেক সিকাহ রাবীর শানেও এমন কথা বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) যেহেতু তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় রেখেছেন তাহলে আর এ রাবী নিয়ে কোন সংশয় থাকলো না।[৬] দ্বিতীয় রাবী 'মুহাম্মদ বিন হাজর' কে নিয়েই আপত্তি করতে পারেন। আমি বলবো তিনি কিছুটা দুর্বল। ইমাম বুখারী (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেছেন- فِيهِ نَظَرٌ. -"তার বিষয়ে আপত্তি রয়েছে।"[৭] ইমাম আবু হাতেম (রহ.) লিখেন- كوفى شيخ. -"তিনি কুফার একজন হাদিসের শায়খ ছিলেন।"[৮] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم

-"ইমাম আবু আহমাদ হাকেম (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট সে শক্তিশালী হাদিস বর্ণনাকারী নয়।"[৯] ইমাম আমিমুল ইহসান (রহ.) এ সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন- "সনদটি হাসান বা সুন্দর।"[১০]

এ বিষয়ের দ্বিতীয় হাদিস ঃ সকলের মান্যবাড় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন-

رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَقَالَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

-"ইমাম আবুল হুসাইন বিন ফারস (রহ.) ফুলাইহ বিন সুলায়মান তিনি না'ফে (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী ইবনে উমর (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ওজু করবে এবং তাতে হাত দ্বারা ঘাড় মাসেহ করবে; তাহলে কিয়ামতে তার ঘার নিরাপদে থাকবে। ইনশাআল্লাহ এ হাদিসটি সহীহ।"[১১] আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এ হাদিসটি সংকলন করে লিখেন- إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ - "ইনশাআল্লাহ এ হাদিসটির সনদ সহীহ্।"[১২] এমনটি মুহসিন সাহেবের ইমাম আলবানীও উল্লেখ করে কোন

[৩] .ইমাম নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব, ১/৪৬৫পৃ.
[৪] .ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৩২পৃ. হা/১১৭৮
[৫] .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৫/৮২৭পৃ.
[৬] .ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, ৬/৩৫০পৃ. ক্রমিক/৮০৫৬, ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৫৪পৃ. ক্রমিক/৮৮
[৭] .ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ১/৬৯পৃ. ক্রমিক. ১৬৪
[৮] . আবু হাতেম, জার্‌রাহ ওয়া তা'দীল, ৭/২৩৯পৃ. ক্রমিক. ১৩১০
[৯] .ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৭/৫৭পৃ. ক্রমিক. ৬৬৩৩
[১০] .আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১ম খণ্ড, ঘাড় মাসেহ অধ্যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত।
[১১] .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হাবীর, ১/২৮৮পৃ.
[১২] . শাওকানী, নায়লুল আউতার, ১/২০৭পৃ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

মন্তব্য করেননি।"[১৩] মুহসিন সাহেবকে তার দলের ইমাম থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

তৃতীয় হাদিস পর্যালোচনা ঃ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে-

قال ابو نعيم في تاريخ اصبهان: ثنا مُحمّدُ بْنُ احْمد ثنا عبْدُ الرّحْمن بْنُ داوُد ثنا عُثْمانُ بْنُ خُرّزاد ثنا عُمرُ بْنُ مُحمّد بْن الْحسن ثنا مُحمّدُ بْنُ عمْرٍو الْانْصاريُّ عنْ انس بْن سيرين عنْ ابْن عُمر انّهُ كان إذا توضّا مسح عُنُقهُ ويقُولُ قال رسُولُ اللّه صلّى اللهُ عليْه وسلّم: منْ توضّا ومسح عُنُقهُ لمْ يُغلّ بالْاغْلال يوْم الْقيامة-

-"ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) তার 'তারিখে ইস্পাহান' গ্রন্থে সনদসহ সংকলন করেন, ...হযরত আনাস বিন সিরীন (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ওজুতে ঘাড় মাসেহ করতেন এবং বলতেন হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং ঘাড় মাসেহ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন বেড়ী দ্বারা বাধা হবে না।"[১৪]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।" তিনি সেখানে তার ভিত্তি হিসেবে আলবানীর সিলসিলাতুল দ্বঈফাহ গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন। অথচ আলবানী এ সনদটিকে যঈফ বলেছেন জাল বলেননি। আলবানী লিখেছেন- مسند الفردوس بسند ضعيف. -

"ইমাম দায়লামী মুসনাদিল ফিরদাউস গ্রন্থে যঈফ সনদে সংকলন করেছেন।"[১৫] আলবানী সনকে জাল বলায় আমাদের কিছু আসে যায় না। যাই হোক। মুহসিন সাহেবকে তো দেখি নিজের ইমামের নামেও মিথ্যাচার করেন। তিনি সনদটিতে দুইজন রাবী যঈফ হওয়া পর্যালোচনা করেছেন মাত্র। আর তিনি জাল বলেছিলেন মুহসিন সাহেবের উল্লেখিত চার নং হাদিস। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) নাকি এ হাদিসটি জাল বলেছেন।[১৬] মুহসিন সাহেব যে কিতাবটির হাওলা দিয়েছেন সেখানে এ হাদিস জাল হলে দূরের কথা আদৌ এ হাদিসই নেই। আধুনিক যুগ যারা মাকতাবায়ে শামিলা ব্যবহার করেন আপনারা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)-এর কিতাবটি সার্চ করে উপরের এ হাদিসটি খুঁজে দেখতে পারেন। তিনি মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)-এর দোহাই দিয়েছেন; তাই এ বিষয়ে তিনি কী বলেছেন তার আরেকটি কিতাবের উদ্ধৃতি এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি-

والضّعِيفُ يُعْملُ بِهِ فِي فضائِلِ الْاعْمالِ اتِّفاقًا ولِذا قال أئِمّتُنا إِنّ مسْح الرّقبةِ مُسْتحبٌّ أوْ سُنّةٌ

-"সকল ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যঈফ সনদের হাদিসের উপরে আমল করা মুস্তাহাব। তাই ইমামগণ বলেছেন ওজুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।"[১৭] তাই মুহসিন সাহেবকে বলবো মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) কে মানলে তাঁর কিতাব থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ রইল। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটিকে জাল বলার কারণ হিসেবে দুইজন দুর্বল রাবীকে দায়ী করেছেন এবং তাদেরকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। আমি বলবো মুহসিন সাহেব! রাবী যঈফ অর্থাৎ মিথ্যাবাদী না হলে সে সনদ কী জাল হয়?? এটি কোন মুহাদ্দিস সাহেবের উসূল?? তিনি তারা যে দুর্বল এ বিষয়ে কোন আসমাউর রিজালের কিতাবের উদ্ধৃতি দেননি; কারণ তার কাজই ধোঁকাবাজী করা।

চতুর্থ বর্ণনা ঃ ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

[১৩] .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ১/১৬৯পৃ. হা/৬৯

[১৪] .ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, তারিখে ইস্পাহান, ২/১১৫পৃ. ইবনে হাজার, তালখিসুল হাবীর, ১/২৮৮পৃ. দারুল কুতুব, লেবানন।

[১৫]. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/১৬৯পৃ. হা/৬৯

[১৬] .তিনি লিখেছেন মোল্লা আলী ক্বারী, আল-মাছনূ' ফী মা'রেফাতিল মাওযূ, পৃ. ৭৩

[১৭] .মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারিল মাওদ্বুআত, ৩১৫পৃ. হা/৪৩৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

كَعْبَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَقَفَاهُ

-"হযরত কা'ব বিন আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে ওযু করার সময় দেখেছি তিনি দাড়ির পার্শ্ব এবং ঘাড় মাসাহ করেছেন।"[১৮]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত **'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত'** গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-**"বর্ণনাটি জাল।"** আর তিনি হাদিসটি জাল প্রমাণের জন্য দলিল দিয়েছেন এ সনদের মজহুল রাবী 'মুছাররফ'। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একজন রাবী মজহুল বা অপরিচিত হওয়ায় কী সনদ জাল হয়?? না যঈফ হয়?? আমি মুহসিন সাহেবের কাছে জানতে চাই যে এই উসূলে হাদিসের নীতিমালা আপনি কোন মুহাদ্দিস হতে গ্রহণ করেছেন? আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস এ সনদটিকে জাল বলেনি। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন- **قال ابن القطان: هو إسناد مجهول**-"ইমাম ইবনে কাত্তান (রহঃ) বলেন, এই সনদটি মজহুল বা অপরিচিত।"[১৯] তাই সনদ মাজহুল মানে যঈফ হওয়াকে বুঝায় জাল হওয়াকে নয়। আর এ সনদ মাজহুল হলে কী হবে এ বিষয়ে তো আরও অনেক হাদিস শাওয়াহেদ হিসেবে রয়েছে।

৫ম বর্ণনা ঃ ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ - وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا

-"তালহা ইবনে মুছাররফ (রহ.) তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (ﷺ) -কে দেখেছি তিনি একবার তার মাথা মাসেহ করতেন এমনকি তিনি মাথার পশ্চাভাগ পর্যন্ত পৌছাতেন। আর তা হল ঘাড়ের অগ্রভাগ।"[২০]

---

[১৮] .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৯/১৮১পৃ. হা/৪১২, ইমাম ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৭/১৯০পৃ.হা/৯০১৫

[১৯] .ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৮/৭৩পৃ.ক্রমিক.৭৭৫৯

[২০] .সুনানে আবি দাউদ, ১/৩২পৃ. হা/১৩২

সনদ পর্যালোচনা ঃ আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত **'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত'** গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-**"বর্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত।"**

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি আশ্চর্যিত যে তিনি কোন মুহাদ্দিসের উদ্ধিতি ছাড়াই কোন হাদিসের সমাধান নিজ থেকেই দিয়ে দেন। অথচ তার ইমাম আলবানীও কিন্তু যে কোন হাদিসের বিষয়ে বিভিন্ন ইমামদের উদ্ধিতি দিয়ে জাল যঈফ বলে থাকেন। আলবানী এ হাদিসটিকে মাত্র যঈফ বলেছেন।[২১] তিনি তার ইমামকেও ভূয়া তাহকীকে ছাড়িয়ে গেলেন। আলবানী কোন রাবীর সমালোচনা এবং কোন ইমামের উদ্ধিতি ছাড়া একে যঈফ বলেছেন, আর তা কখনোই কোন হাদিস বিশারদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

উসূলে হাদিসের দৃষ্টিতে ওজুতে ঘাঁড় মাসেহ এর হাদিসের অবস্থান ঃ

সকল মুহাদ্দিসীনে কেরামগণের অভিমত হল, যখন একটি যঈফ সনদে বর্ণিত হাদিসও একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তখন তা হাসান পর্যায়ে পোঁছে যায়। আমরা উপরে বর্ণিত কোন একটি হাদিসও জাল পাইনি যে মুহাদ্দিসগণ তাকে জাল বলেছেন। যেটিকে ইমাম নববী (রহ.) জাল বলেছেন সেটি আমরা দলিল হিসেবে উল্লেখই করিনি। এ বিষয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন কোন বর্ণনা সহীহ, আবার কোন কোন বর্ণনা হাসান, আবার কোন কোন বর্ণনা যঈফ। যদি আমরা আহলে হাদিসদের দাবী সবগুলো সনদই যঈফ তাহলেও উসূলে হাদিসদের দৃষ্টিতে হাদিসটির মান দাঁড়াবে 'হাসান' পর্যায়ে। এ উসূলে হাদিসের বিষয়টি নিয়ে আমি বিস্তারিত আমার লিখিত ***'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*** ১ম খণ্ডের শুরুতে আলোকপাত করেছি; পাঠকবর্গের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাই আসুন সকলে মিলে গ্রহণযোগ্য হাদিসের দিকে অর্থাৎ ওজুতে ঘাঁড় মাসেহ্ করে হাশরের ময়দানে নিরাপত্তা সহকারে উঠতে পারি। আল্লাহ সকলকে আমাল করার তাওফিক দান করুক।

---

[২১] .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/১৭০পৃ. হা/৬৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র ক্বাসীদা-ই-সালাম

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় না'ত রচিত হয়েছে। কিন্তু সে সব না'তের মধ্যে ইমাম শরফুদ্দিন মুহাম্মদ বুসিরী (১২১২-১২৯৬খ্রি.) এর আরবি ভাষায় রচিত 'কসিদা-ই-বুরদা' মুসলিম বিশ্বের অগণিত পাঠক-শ্রোতা এবং কবি-সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। 'ক্বসীদা-ই-বুরদা'র পর চতুর্থদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি এর আরবি, উদু ও ফার্সি ভাষায় রচিত না'তসমূহ উপমহাদেশের কবি-সাহিত্যিক ও পাঠক-শ্রোতাগণের এত মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে যে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর না'ত সংকলন 'হাদায়েকে বখশীশ' উর্দু সাহিত্যের এক অমূল্য সংযোজন উর্দু সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি উর্দু না'ত রচয়িতারূপে শীর্ষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর প্রতিটি না'তে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যথাযথ মর্যাদা ও পরিচয় এবং রসূলপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সীরাতে রসূল বা রসূল চরিত্রের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে পরম হৃদয়াকুতি ও উদ্বেলতার সাথে। তাঁর না'ত কাব্যে বাগাড়ম্বর, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার কোনরূপ প্রশ্রয় নেই। বরং তাঁর বর্ণনা শৈলী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত-একটি সমান্তরাল ও স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তা ও সাবলীলতা বিদ্যমান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর অপরিসীম প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধার ও হৃদয়ের আকর্ষণের ফলশ্রুতিতে তাঁর না'তে যে মর্মবেদনা ও মর্মজ্বালার সংমিশ্রণ প্রতিভাত হয়, এর দৃষ্টান্ত খুবই দুর্লভ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ১৩তম খন্ডে উর্দু না'ত সাহিত্যে ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর অবদান তুলে ধরতে গিয়ে উল্লেখিত হয়েছে যে,

'মাওলানা আহমদ রেযা খান ব্রেলভী স্বকীয় স্বাতন্ত্রে একজন একক ও অতি জনপ্রিয় না'ত রচয়িতা। উর্দু না'তের উন্নতি অগ্রগতি বিধানে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এবং না'ত সাহিত্যে সর্বাধিক গভীর প্রভাব প্রতিক্রিয়া বিস্তার করেছেন। পান্ডিত্যের গভীরতা, বর্ণনার গতিবেগ ও আবেগ-অনুরাগের উপাদানসমূহ তাঁর না'তে এমনভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে যে, এমন সুষম ও মধুর সংমিশ্রণ অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। তদুপরি এতে রয়েছে কোরআন ও হাদীস হতে তথ্য আহরণের অনুপম দৃষ্টান্ত।' (ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ১৩তম খন্ড, ৭০৪ পৃ.)।

ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি উর্দু গযল, ক্বসীদা, মসনবী, কা'তা, রুবাঈ, নযম ইত্যাদি উর্দু ছন্দে না'ত রচনা করেছেন। না'ত সাহিত্যে ক্বসীদার এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ফলে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে অনেক দীর্ঘ ক্বসীদা লিখে যান। তাঁর অনেক ক্বসীদার মধ্যে 'ক্বসীদায়ে সালাম' উর্দু ভাষায় রচিত হওয়া সত্ত্বেও উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র কবি, সাহিত্যিক, গবেষক-সমালোচক এবং পাঠক-শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। ফলে, এ ক্বসীদা আরবি, ইংরেজি ও বাংলায় কাব্যানুবাদ হয়েছে এবং এ ক্বসীদার একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচিত হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নবীপ্রেমিক মুসলমান যখন দাঁড়িয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকাশে দরূদ-সালামের হাদিয়া পেশ করেন তখন এ ক্বসীদায়ে সালাম পড়ে থাকেন। এ ক্বসীদার প্রথম চরণদ্বয় নিম্নরূপঃ

মুস্তফা জানে রহমত পেহ্ লাখোঁ সালাম
শময়ে বযমে হেদায়ত পেহ্ লাখোঁ সালাম।

অর্থাৎ সব করুণার প্রাণ যিনি সেই মুস্তফাকে লাখোঁ সালাম
হেদায়তের জলসায় ওই দীপ শিখাকে লাখো সালাম।

হাফেজ আনিসুজ্জামান অনূদিত

না'ত সাহিত্যে দরূদ ও সালাম এর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে-'নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন; হে ঈমানদারগণ তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও এবং যথাযথ সালাম জানাও।' (৩৩:৫৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ ও সালাম উভয় আরজ করার জন্য যেমন নির্দেশ রয়েছে, তেমনি 'তাসলীমা' শব্দের মাধ্যমে 'সালাম' এর প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি 'দরূদ ও সালাম' উভয় বিষয়ে দু'টি পৃথক দীর্ঘ ক্বসীদা লিখেন। আর সে সাথে সালাম এর গুরুত্বের কারণে 'সালাম' সম্পর্কিত ক্বসীদাটি দরূদের ক্বসীদা থেকে দীর্ঘ করে রচনা করেন। যার চরণ সংখ্যা ১৭২ এ উন্নীত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পৃথিবীতে শুভাগমন, তাঁর অপূর্ব গুণাবলী, অলৌকিকত্ব রূপ-গুণ-দেহ সৌষ্ঠব ও আকৃতি মহৎগুনাবলী ও সৌন্দর্যসহ নবী পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া কেরাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি সালাম আরজ করার মাধ্যমে সীরাত সাহিত্যের বিশদ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে বিন্দুতে সিন্দু ঠাঁই দেয়ার মতোই প্রদীপ্ত অলঙ্কারিক ব্যঞ্জনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন এ সুদীর্ঘ ক্বসীদায়। বিষয়বস্তুর নিরিখে এ ক্বসীদাকে প্রধানত তেরটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ১ থেকে ৩০ এর শে'র পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বর্ণনা।

২. ৩১ থেকে ৮১ এর শে'র পর্যন্ত তাঁর পবিত্র অঙ্গ সৌষ্ঠবসমূহের সৌন্দর্য ও গুণাবলির বর্ণনা।

৩. ৮২ থেকে ৯০ পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভজন্ম, শৈশব, দুগ্ধ পান, দুধ মা ও দুধ ভাই-বোনের বিবরণ।

৪. ৯১ থেকে ৯৯ শে'রগুলোতে প্রিয়নবীর চিন্তা-চেতনা, নবুয়্যত ও দ্বীনের বিজয় সংক্রান্ত বর্ণনা।

৫. ১০০ থেকে ১০৪ পর্যন্ত শে'র গুলোতে প্রিয়নবীর যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ ও তাঁর বীরত্বের বিবরণ।

৬. ১০৫ থেকে ১১৭ পর্যন্ত শে'রসমূহে আহলে বায়ত (নবী পরিবার) সহ পবিত্র বংশধরদের বর্ণনা।

৭. ১১৮ থেকে ১২৬ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র পত্নিগণ তথা মুমিন জননীগণের মর্যাদা সংক্রান্ত।

৮. ১২৭ থেকে ১৪৩ পর্যন্ত সাহাবা কেরাম, খোলাফায়ে রাশিদীন ও আশারায়ে মুবাশ্শারাহ (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা) এর স্মরণ।

৯. ১৪৪ থেকে ১৪৯ পর্যন্ত তাবিয়ীন, তবয়ে তাবিয়ীন এবং আলে রসূল তথা নবী বংশধরের স্মরণ।

১০. ১৫০ থেকে ১৫১ পর্যন্ত এ দু' শে'র মাযহাবের ইমামগণের স্মরণে নিবেদিত।

১১. ১৫২ থেকে ১৫৫ পর্যন্ত সায়্যিদুনা গাউসে আযম আব্দুল কাদির জিলানী রদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র স্মরণে নিবেদিত।

১২. ১৫৬ থেকে ১৬১ পর্যন্ত তরীকতের হক্কানী পীর মাশায়েখগনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

১৩. ১৬২ থেকে ১৭২ পর্যন্ত শে'রসমূহ সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের শ্রদ্ধা এবং কিয়ামত দিবসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকাশে না'ত পরিবেশন করার হৃদয়াকুতি ও দুআ-প্রার্থনার মাধ্যমে এ মোবারক ক্বসীদা সমাপ্ত করা হয়।

বিষয়বস্তুর নানা বৈচিত্রের কারণে উপমহাদেশে এ ক্বসীদা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হয়। বিশিষ্ট ইকবাল গবেষক প্রফেসর ইয়ূসুফ সেলিম চিশতী এ ক্বসীদা প্রসঙ্গে লিখেন-

'মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব ব্রেলভী সরকারে আবদ্ করার, যুবদায়ে কায়িনাত, ফখরে মওজুদাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকাশে কাব্যিক ছন্দে যে সালাম পেশ করেছেন তা অবশ্যই প্রিয়নবীর দরবারে কবুল হয়েছে। কারণ, উপমহাদেশে এমন কোন নবীপ্রেমিক নেই, যার এ ক্বসীদার দু'চারটি চরণ মুখস্ত নেই। (নেদায়ে হক্ব, পৃ.- ৩১, জুন, ১৯৬০)

শুধু তাই নয়, এ ক্বসীদা দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বের অনেক নবী প্রেমিকের মনে আসন গেড়েছে। ফলে, আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলাসহ বিশ্বের প্রধান তিনটি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।

মিসর আল-আযহার ইউনিভার্সিটির উর্দু ও ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক প্রফেসর ড. হুসাইন মুজীব মিসরী 'আল মানযুমাতুস সালামিয়্যাহ ফী মাদহি খায়রিল বারিয়্যাহ' শিরোনামে আরবি ভাষায় এ ক্বসীদার কাব্যানুবাদ করেন। ক্বসীদার মূল লেখক ও এ ক্বসীদার সাহিত্যিক মূল্যায়নের উপর তিনি দীর্ঘ ভূমিকা এ অনুবাদে সংযোজন করেন। যা মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। শিরোনামে লন্ডনসহ রেযা একাডেমী থেকে প্রফেসর জি.ডি. কুরাইশী এ ক্বসীদার ইংরেজি কাব্যানুবাদ করেন। বিশিষ্ট কবি হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান এ ক্বসীদার বাংলা কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

না'রায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার

না'রায়ে রিসালাত-ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

বাদ রমজান ছাত্র ভর্তি ছাত্র ভর্তি ছাত্র ভর্তি

গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা

গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ

গ্রামঃ সেকদী, ডাকঘরঃ বাগড়া বাজার, থানাঃ ফরিদগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর।

আবেদন

সম্মানীত অভিভাবকবৃন্দ

আস্সালামু আলাইকুম

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকদী গ্রামে হযরত বড়পীর গাউছুল আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ)- এর স্মৃতিস্বরূপ গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ, গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছুল আ'যম এতিমখানা নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক কোরআনে হাফিজ, ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণ আলেম গড়া ও প্রকৃত দরিদ্র এতিমের সাহায্য ও পূণর্বাসনের লক্ষ্যেই এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

১। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত সুন্দর পরিবেশে থাকার-সু-ব্যবস্থা।
২। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন মজিদ শিক্ষাদান।
৩। মেধাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ পুরুস্কারের ব্যবস্থা।
৪। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত।
৫। সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ব্যবস্থা।

ভর্তির যাবতীয় তথ্য ও ফরম সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

'জিহাদ ভবন' ১৩৪ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ০১৮১৮-২২৯২৯১, ৮৩৫৬৬৯১

পোঃ রেজিঃ নং- ডি এ ঢাকা ৫০২৮, ১৮৮ তম সংখ্যা, নভেম্বর'১৬ ইং , মূল্য ১৫.০০ টাকা

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

	হাদিয়া
হায়াত মউত কবর হাশর	৪০০.০০
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১২০.০০
ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া	৮০.০০
আহকামুল মাযার	৮০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৬০.০০
ফতোয়া ছালাছা	৩০.০০
ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (সাদা)	৭০.০০
কালেমার হাকীকত	৮০.০০
কারামাতে গাউসুল আযম	৫০.০০
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত	(নিঃশেষ)
গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস	(নিঃশেষ)
ফতোয়াউল হারামাঈন	(নিঃশেষ)
সফর নামা আজমীর	(নিঃশেষ)
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লাহরী	(নিঃশেষ)
মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা	(পান্ডুলিপি)

প্রাপ্তি ঠিকানা ঃ খানকায়ে জলিলিয়া, ১৩২/৩ আহমদবাগ, (২য় লেন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

বিঃদ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা

উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।

গাউছিয়া জলিলিয়া দরবার কমপ্লেক্স
আমিয়াপুর, পাঠান বাজার মতলব, চাঁদপুর।

গাউসুল আযম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ
সেকদী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

পীরে তরিকত মাওঃ হেলাল উদ্দিন
চিলাকড়া নুরিয়া দরবার শরীফ
কোদালিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।

মোঃ আঙ্গুর মিয়া
গাউসিয়া জামে মসজিদ, নদীর পাড়, ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ।

মাও ঃ মোঃ নওশেরুজ্জামান
নৈকটি সিরাতুন্নবী দাখিল মাদ্রাসা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

মিডিয়া প্লাস
নূর ম্যানসন, চকবাজার, কুমিল্লা।

মাওঃ গোলাম গাউস
এনায়েতপুর দরবার শরিফ, দারাশা তুলপাই, কচুঁয়া, চাঁদপুর।

আলহাজ্ব ডাঃ আনওয়ার হোসেন
গ্রাম+পোঃ হাসিমপুর, রায়পুরা, নরসিংদী।

মাওলানা মুফতী ফারুক আহমেদ সুপার, আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা মতলব (উত্তর), চাঁদপুর।

পীরে তরিকত জামাল উদ্দিন মোমেন
কুতুবিয়া দরবার শরীফ, চৌধুরী বাড়ী, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

মুফতি এম.এ. তাহের
অধ্যক্ষ, আবেদনগর সুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, চাঁনগাঁও, লাকসাম, কুমিল্লা।

মোঃ এরফান শাহ (ফারুক)
সাং-ভরাট শিবপুর বড় পাটবাড়ী, পোঃ কাশিমপুর (দক্ষিণ), হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

খড়িয়ালা দরবার শরীফ
আশুগঞ্জ ষ্টেশন রোড, বি-বাড়ীয়া।

মোহাম্মদ ফাহিম কাদেরী
খাজা হার্ডওয়ার ষ্টোর, টি আর রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

মুন্সী আঃ শুক্কুর
খানকায়ে গাউছিয়া ইউএম.সি. পুরাতন কলোনী, নরসিংদী।

মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদেরী
কাদেরীয়া চিশতিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসা বদরপুর, পো: হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

আমজাদ হোসেন
হেলাল মাইক সার্ভিস, থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ।

মাওঃ আবুল কাসেম নূরী
রাণীখার, আখাউরা, বি-বাড়ীয়।

ডাঃ শহীদুল্লাহ্
উপশম হোমিও হল, শিবপুরবাজার, নরসিংদী।

মাওঃ শাহজাহান চিশ্‌তি
খতীব, তাতুয়াকান্দি মাজে মসজিদ, মঙ্গলের গাঁও, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

গাউসিয়া সোবহানিয়া দাঃ মাদ্রাসা
ডুমুরিয়া. কচুয়া, চাঁদপুর।

মোশারফ হোসেন
চিশতী মেডিকেল হল
পীর কাশিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

মর্তুজা আলী
মর্তুজাষ্টোর চুনারুঘাট, জেলা: হবিগঞ্জ।

সুফী আলহাজ্ব খন্দকার মহিউদ্দীন
সুফী দরবার শরীফ, মহিষমারী, হোমনা, কুমিল্লা

হযরত শাহজালাল (র.) জামে মসজিদ
বারকাউনিয়া (বড় বাড়ী), তিতাস, কুমিল্লা।

সৈয়দ মতিউর রহমান আশরাফী
আঙ্গুয়াদী, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।

ডাঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী
নবীনগর পশুহাসপাতাল, বি-বাড়ীয়া।

আলহাজ্ব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
খাদেমে তরিকত, তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়া কেন্দ্রীয় খানকা ও মাজার শরীফ, ৩১৩-পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আলি আশ্রাফ মজুমদার
নিজ মেহার (চৌধুরী বাড়ী), শাহরাস্তী, চাঁদপুর।

ডাঃ আবদুল করিম
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পীরগাজর সাতক্ষীরা।

মো ঃ আজাদ মিয়া
মিরপুর, ঢাকা।

জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস,২০৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা। ফোন ঃ ৭১৯৪৩২০, মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৭৬৭২৩ (প্রচ্ছদ অলংকরণ: মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন)

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : sunnibarta@gmail.com, Website: www.sunnibarta.com

pdf By Syed Mostafa Sakib